ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 October, 2020 ■ আগরতলা, ১৮ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ১ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মিজোরাম সরকারের বাড়াবাড়ি

অসমে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে জমি দখল, জম্পুইয়ে ১৪৪ ধারার কড়া সমালোচনা ত্রিপুরা সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম রাজ্য মিজোরাম। এই রাজ্যটির প্রতিবেশী রয়েছে অসম ও ত্রিপুরা। এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের সাথেই মিজোরাম সরকার বাড়াবাড়ি করে চলেছে। একদিকে ত্রিপুার জম্পুইয়ের কিছু এলাকায় অনধিকার ১৪৪ ধারা জারি করে দিয়েছে মিজোরাম সরকার, অন্যদিকে অসম মিজোরাম সীমান্ত লায়লাপুরে অসমের জমি দখর করার চেষ্টা চালিয়েছে মিজোরা। শুক্রবার লায়লাপুর এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রচুর সংখ্যায় মিজো মানুষ ওই এলাকায় সমবেত হয়েছে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করে। প্রতিবেশী দুই রাজ্যের সাথে মিজোরাম প্রশাসনের এই ধরনের আচরণ ঘিরে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ফুলডুঙশেই জম্পুই ত্রিপুরার অভিন্ন অঙ্গ। গতকাল মিজোরামের মামিত জেলা প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারি করার জবাবে কড়া ভাষায় মিজোরাম সরকারের কাছে এই দাবি করেছে ত্রিপুরা সরকার। সাথে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওই আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছে রাজ্য।

প্রসঙ্গত, বিতর্কিত সীমান্তে মন্দির নির্মাণকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা প্রকাশ করে মিজোরামের মামিত জেলায় ফুলডুঙশেই জম্পুই এবং জামুয়ান্টল্যাং এলাকায় গতকাল ১৪৪ ধারা জারি করেছিল জেলা প্রশাসন। আগামী ১৯ এবং ২০ অক্টোবর ত্রিপুরার সংরাঙ্গমা নামের এক সংস্থা থাইদাওর তাঙে একটি শিব মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। তাই ১৬ অক্টোবর থেকেই মামিত জেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে দিয়েছে।

মামিত জেলা প্রশাসনের ওই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরা সরকারের অতিরিক্ত সচিব একে ভট্টাচার্য আজ (শনিবার) মিজোরাম সরকারের গৃহ দফতরের ওএসডি তথা উপসচিব ডেভিড এইচ লালথাংলিয়ানাকে মামিত জেলা প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা অত্যন্ত আপত্তিজনক বলে দাবি করে চিঠি পাঠিয়েছেন।

চিঠিতে সাফ জানানো হয়েছে, ফুলডুঙশেই জম্পুই উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার জম্পুই হিলস আরডি ব্লকের সাবুয়াল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে দ্রুত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ত্রিপুরায় আরও তিনজনের মৃত্যু

ইমফল, ১৭ অক্টোবর (হি.স.)।। মণিপুরে হঠাৎ করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যায় টানা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই রোগীর চিকিৎসার জন্য কোভিড কেয়ার সেন্টার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের হার ৪.৫ শতাংশ এবং মৃতের হার ০.৭ শতাংশ। এদিকে ত্রিপুরায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে করোনা আক্রান্ত হয়ে।

মণিপুর স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান সচিব ভি ভুমলুনমাঙের দাবি, লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল হতেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আক্রান্তের হারে জাতীয় গড়ের তুলনায় মণিপুরে সংখ্যা কম রয়েছে। আক্রান্তের নিরিখে জাতীয় গড় বর্তমানে ৭.৫ শতাংশ এবং মৃতের হার ১.৫ শতাংশ। এমন-কি, ছোট রাজ্যগুলিতে গড় আক্রান্তের হার ৬.৭৭ শতাংশ এবং মৃতের হার ১.২ শতাংশ।

প্রধান সচিবের কথায়, লকডাউন সমাপ্ত হতেই মানুষ বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন। এমন-কি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও যোগ দিচ্ছেন তারা। তাতে সহজেই আক্রান্তের সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ইমফলের বাল ভবন খুমান লাম্পক কোভিড কেয়ার সেন্টার পুরোদমে চালু করা হয়েছে, বলেন তিনি। তাঁর দাবি, মণিপুরে ৩৬টি কোভিড কেয়ার সেন্টার রয়েছে। তাতে মোট শয্যা সংখ্যা ২,৫০০টি। এছাড়া, জেএনআইএমএস এবং রিমস হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত জটিল রোগীদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত রয়েছে।

ডুকলিতে সিপিএম পার্টি অফিসে দুস্কৃতিদের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। কমিউনিস্ট পার্টির ১০১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন উপলক্ষে শনিবার ঢুকলি সিপিআইএম অঞ্চল অফিসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে দুস্কৃতিকারীরা সিপিআইএম পার্টি অফিসে হামলা সংগঠিত করে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সিপিআইএম।এ ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজ্যের শাসক দল বিজেপি বিরোধী দলের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত শুরু করেছে বলেও তারা অভিযোগ করেছেন।

অবিলম্বে এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করা না হলে বিরোধী দল বৃহত্তম আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস পালন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শাসক দলের দুর্বৃত্তদের হামলা খুবই নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করা হয়। এ ধরনের ঘটনা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের শামিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এ ধরনের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ না হলে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাকর আকার ধারণ করতে পারে বলেও অভিমত ব্যক্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বতন সরকারের জমানায় রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের তদন্তের দাবীতে পুলিশ মহানির্দেশককে বিজেপি যুব মোর্চার গণডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কেবল অবহেলিত অঞ্চলের জন্য ৩০ শতাংশ বরাদ্দ কেন্দ্রের

ইটানগর, ১৭ অক্টোবর (হি.স.)।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শুধুমাত্র অবহেলিত অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ শতাংশ বরাদ্দ করেছে, জানালেন ডোনার মন্ত্রী ড় জিতেন্দ্র সিং।

চাকমা এবং অরুণাচলের হাজংদের নাগরিকত্ব অধিকার কমিটির প্রতিনিধিত্বকারী চাকমা প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলার সময় ড় সিং বলেন, উত্তর-পূর্ব কাউন্সিল (এনইসি) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পরামর্শে একটি প্রস্তাব নিয়েছিল যা মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছিল। সে মোতাবেক বিদ্যমান প্রকল্পের আওতায় নতুন প্রকল্পের জন্য এনইসি বরাদ্দের ৩০ শতাংশ বঞ্চিত অঞ্চল, সমাজের অবহেলিত অংশ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের উদীয়মান খাতের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে, বলেন তিনি। ড় সিং সাথে যোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের তদন্তের দাবীতে ডিজিপিকে ডেপুটেশন যুবমোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। বিগত সরকারের শাসনকালে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের দ্রুত তদন্ত ও শাস্তির দাবিতে রাজ্য পুলিশ মহানির্দেশক কাছে গণডেপুটেশন প্রদান করল ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশ। শনিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ের সামনে থেকে যুব মোর্চার কর্মী ,সমর্থক ও নেতৃত্বদের একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

এই মিছিলে অংশ নেন বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি নবাদল বণিক, বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘ ২৫ বছর রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট। সে সময় বিরোধীদের উপর বুলডোজার চালিয়েছে তারা। মানুষকে বাকরুদ্ধ করে দিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। ঋষ্যমুখের মতো জায়গায় কাচের গুঁড়ো খাইয়ে বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের হত্যা করা হয়েছে। এরাই এখন শহরে এসে বলছে বিজেপির আমলে সন্ত্রাস হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে আড়াই বছরে একটিও রাজনৈতিক হত্যা হয়নি। অথচ পূর্বতন সরকারের আমলেই স্বদলীয় বিধায়ককে খুন করা হয়েছে।

এদিনের কর্মসূচি নিয়ে বলতে গিয়ে একথা বলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়। রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক এর কাছে তারা দাবি জানায় বিগত ২৫ বছর ধরে এই হত্যার পর যে সমস্ত পরিবার বিচার পায়নি , যে সমস্ত পরিবার নিপীড়িত, তাদের ন্যায়বিচার পাইয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবীতে জনতার পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। পানীয় জলের দাবিতে ধলাই জেলার আমবাসা গন্ডাছড়া সড়কের দেড় মাইল এলাকায় পথ অবরোধ করলেন সুরেন্দ্র রিয়াং পাড়ার বাসিন্দারা।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে সুরেন্দ্র রিয়াং পাড়া সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই পানীয় জলের তীব্র সংকট চলছে।এসব বিষয়ে স্থানীয় নেতা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বারবার জানিযে কোন ধরনের ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তারা গন্ডাছড়া আমবাসা সড়কে পথ অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে সকাল থেকেই যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে।ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ স্থলে ছুটে যান।অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন পুলিশের আধিকারিক এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা। আলোচনায় অবিলম্বে ওই এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়মিতকরণের দাবী জানাল টেট টিচার এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক অজয় পাল জানান পঞ্চম অর্থ কমিশনে কেন্দ্রীয় সরকার তার শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাপ্ত সমস্ত অর্থনৈতিক সুবিধা যেখানে মিটিয়ে দিয়েছে , সেখানে রাজ্য সরকার অনায়াসে দিতে পারতো। কিন্তু তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সেটা করেনি।

উপরন্তু ত্রিপুরায় শিক্ষকদের বেতন একজন করণিকের সমানে নামিয়ে আনা হয়েছে। যা ভূ-ভারতে নজিরবিহীন ঘটনা। এই অবস্থায় গত ১৪ অক্টোবর ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যীষ্ণু দেব বর্মন এর সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হয়। সেখানে শিক্ষা দপ্তর থেকে যেন নিয়মিতকরণের সাপেক্ষে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয় তাঁর দাবি জানানো হয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যব্যাপী নারী সচেতনতামূলক সেমিনারের উদ্যোগ মহিলা কমিশনের

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.)।। ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন আগামী নভেম্বর মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নারী সচেতনতামূলক সেমিনারের উদ্যোগ নিয়েছে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানিয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন বর্ণালী গোস্বামী।

তাঁর কথায়, কোভিড-১৯ জনিত অতিমারির কারণে মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে আপাতত কাউন্সিলিং বন্ধ রাখা হলেও আগামী মাস থেকে তা ফের চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী মাসে ত্রিপুরার প্রতিটি জেলায় জেলাভিত্তিক কাউন্সিলিং করা হবে। তিনি বলেন, নারী নির্যাতন রোধে মহিলা কমিশন সবসময় সক্রিয় রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শুধু নারীদেরই সচেতন হলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাধারণ মানুষ স্বনির্ভর হলেই রাজ্য আত্মনির্ভর হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.)।। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির সুযোগ-সুবিধাগুলি সহজ-সরল করে প্রত্যেক জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়াই একটি জনপ্রিয় সরকারের পরিচয়। রাজ্যের সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে সরকারি নিয়মাবলির সরলীকরণ করে তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। আজ শনিবার খয়েরপুরের গীতবিতান কমিউনিটি হল-এ পঞ্চায়েত দফতর আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় (গ্রামীণ) মেগা সচেতনতা শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষ স্বনির্ভর হয়ে উঠলে একটি রাজ্য আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বনির্ভর যোজনা জনগণকে আর্থিক দিক দিয়ে আত্মনির্ভর করার পাশাপাশি রাজ্যের বিকাশকে এক নতুন দিগন্তে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একই সঙ্গে নানা দিক থেকেও তাদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

বিপ্লব দেব আরও বলেন, পূর্বতন সরকার সাধারণ মানুষকে স্বনির্ভর করার জন্য কোনওপ্রকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বর্তমান সরকার ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর করার জন্য বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি জনগণের সুবিধার্থে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে নিয়মাবলিগুলিকে সরলীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ দলমত নির্বিশেষে ছোট-বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, পূর্বে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হত ব্যবসায়ীদের। বর্তমানে দোকান-ভিটের মালিক এবং ব্যবসায়ী সকলের কথা বিবেচনা করে ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার নিয়মাবলিতে সরলীকরণ আনা হয়েছে। এর ফলে ট্রেড লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীরা অতি সহজেই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণের সুবিধা পেতে পারেন। পাশাপাশি সমগ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিমার আওতায় আনতে সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে বিমার প্রথম প্রিমিয়ামের কিস্তির এক হাজার টাকা পর্যন্ত রাজ্য সরকার বহন করবে। একই সঙ্গে এই কর্মসূচিতে ব্যবসায়ীদের জন্য পেনশন প্রকল্পের সুবিধার পাশাপাশি ব্যবসা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জিএসটি রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্বের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ মূল মন্ত্রে সবাইকে এক দিশায় নিয়ে যেতে কাজ করছে সরকার। যুবাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মার্ট সিটির আওতায় আগরতলায় দুটি রাস্তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.)।। আগরতলা স্মার্ট সিটির আওতায় এয়ারপোর্ট থেকে লিচু বাগান এবং পঞ্চবটি থেকে দুর্গা চৌমুহনি পর্যন্ত দুটি রাস্তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চার লেনের হবে দুটি রাস্তা। রাস্তার দু পাশে থাকবে ফুটপাথ এবং ফুলের বাগান। আজ শনিবার জায়গা পরিদর্শনে গিয়ে এ-কথা জানিয়েছেন বড়জলার বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস।

তিনি বলেন, আগরতলা স্মার্ট সিটির আওতায় নতুন করে দুটি রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উষা বাজার এবং নতুন নগর এই দুটি বাজারের বেশকিছু দোকানপাট ভাঙা পড়তে পারে। কিছু কিছু বাড়ির একাংশও ভাঙা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে স্মার্ট সিটির আওতায় যে রাস্তাগুলি তৈরি করা হবে সেগুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

তাঁর কথায়, রাস্তা সম্প্রসারণে জমি অধিগ্রহণ করা হবে। অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ সরকারের তরফেই মিটিয়ে দেওয়া হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থানও করা হয়েছে। এদিন স্থানীয় বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস এবং সদরের এসডিএম সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা এই দুটি রাস্তা পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে বিধায়ক ডা. দাস জানিয়েছেন, স্মার্ট সিটির আওতায় দুটি নতুন রাস্তা সম্প্রসারণে মানুষের বড় ধরনের কোনও ক্ষয়ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে। সেজন্যই সদরের এসডিএম সহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে তিনি এলাকা সফরে এসেছেন।

আজ উষা বাজার এবং নতুন নগর বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এলাকা পরিদর্শন করেন। স্থানীয়দের সাথে এ সব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিধায়ক।

কাঞ্চনপুরে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে লোন প্রদান নিয়ে অনিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানেজার গরিব লোকদের নামে ঋনের অনুমোদন দিয়ে পুরো টাকা আত্মসাৎ করে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের কাঞ্চনপুর শাখার ম্যানেজার অনকসুচী দে। কাঞ্চনপুর মহাকুমার জমা রায়পাড়া এডিসি ভিলেজের জারি হামপাড়া , শুক্রমনি পাড়া ও জমা রায়পাড়ায় ম্যানেজার দালালের মাধ্যমে কে সি সি লোণ দেবেন বলে ফর্ম ফিলাপ করান। একই সঙ্গে ব্যাঙ্কের টাকা তোলার ফর্মে কিছু কিছু লোক থেকে স্বাক্ষর নিয়ে আসেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ তাদের ২৭ জনের প্রত্যেকের নামে ১৯ হাজার টাকার উপর ঋন অনুমোদন হয়। অথচ তারা এই বিষয়ে জানেই না। ওই গ্রামের এক ব্যক্তি আদি জয় রিয়াংকে দালাল মারফৎ ১০ জনের জন্য ১৩ হাজার টাকা করে পাঠিয়ে দেন। আদি জয় রিয়াং ওই টাকা গুলি নিয়ে গ্রামে গিয়ে রাত্রে আটটার পর কিছু কিছু লোককে ডেকে ভাগ করে দেন। বাকি লোকদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তরুণদের পার্টিতে আনতে হবে, সিপিএমের শতবর্ষ উদ্যাপন সভায় বললেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। তরুণদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন রাখছেন, সাহসী লড়াইয়ে এবং জনগণের মধ্যে যাদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বয়সে তরুণ, তাদের বাছাই করে পার্টিতে আনতে হবে। কারণ পার্টিতে একটা অংশের বয়স বাড়ছে। একটা সময়ে গিয়ে আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তারা নিজেকে টানতে পারবেন না। প্রাকৃতিক নিয়মে তাদেরকেও জায়গা ছাড়তে হবে। আজীবন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জায়গাটা দখল করে রাখতে হবে, সেটা কোন মোটেই কাম্য নয়। তাদের শূন্যতা পূরণ করার জন্যই তরুণদের আনতে হবে। পার্টির ভরা যৌবনকে মেইনটেইন করতে হবে। সিপিএমের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত হলসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

তিনি বলেন, দল গণতন্ত্রের

জন্য লড়াই করছে। আর এই লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষের সঙ্গে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মতাদর্শগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যে লড়াই চলছে তা জারি থাকবে আগামী দিনেও।ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ১০১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস শনিবার সারা দেশের সাথে রাজ্যেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপিত। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দলীয় কার্যালয় গুলিতে এদিন সকালে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচি। রাজধানী আগরতলায় দলের রাজ্য কমিটির উদ্যোগে এদিন আয়োজন করা হয় পার্টি প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উদযাপন সভা। আগরতলা টাউন হলে আয়োজিত এদিনের হল সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রমা দাস, তপন চক্রবর্তী, গৌতম দাস, বাদল চৌধুরীসহ এক ঝাঁক রাজ্য নেতৃত্ব।

হলসভায় প্রধান বক্তার ভাষণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের উৎপত্তি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে এই দলের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ১৭ ■ ১৮ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ১ কার্ত্তিক ■ রবিবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কাজের মূল্যায়ণ

প্রত্যেক পিতা-মাতা তার সন্তানকে পড়াশোনা করিয়ে থাকেন সন্তান যেন কর্মজীবনে নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারে। আর সেই নিশ্চয়তা হইল সরকারি চাকরি। রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোনো সরকারি পদে আসীন হইতে পারে সারা জীবনের জন্য আর কোন চিন্তা নাই। সরকারি চাকরি এক বার পাইলে আর হারাইবার ভয় নাই, একেবারে অবসরগ্রহণের দিন দফতরের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিবে সরকারি চাকুরির এই অনন্ত নিশ্চয়তার ফলে দেশের কর্মসংস্কৃতির কতখানি ক্ষতি হইয়াছে, সেই হিসাব ভবিষ্যতের গবেষকের জন্য তোলা থাক। নিরাপত্তার সেই স্থির পুকুরের জলে একটি জোরদার ঢিল ফেলিবার কৃতিত্ব নরেন্দ্র মোদীর সরকারের পাওনা। সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রতি তিন মাস অন্তর পঞ্চাশোর্ধ কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন হইবে। যাঁহাদের কর্মকুশলতা প্রশ্নের মুখে পড়িবে, তাঁহাদের চাকুরির নটেগাছটিও মুড়াইবে। এ ক্ষণে প্রথম প্রশ্ন: পঞ্চাশের চৌকাঠটি পার হইবার পূর্বে প্রত্যেক কর্মীর কর্মকুশলতা ও সদিচ্ছা প্রশ্নাতীত, সরকার এই বিশ্বাসটিতে উপনীত হইল কোন যুক্তিতে? বয়স-নির্বিশেষে প্রত্যেক কর্মীর কাজের মূল্যায়ন হওয়া বিধেয় এবং সেই মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধি হওয়া উচিত; এমনকি, চাকুরি আদৌ থাকিবে কি না, তাহা স্থির করিবার মাপকাঠিও এই মূল্যায়ন। শুধুমাত্র প্রবীণ কর্মীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে, সরকার কি বয়সের কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ করিতেছে? প্রবীণ কর্মীদের ছাঁটাই করাই কি মূল উদ্দেশ্য? সরকারি ক্ষেত্রে কর্মীদের মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব বৃদ্ধির ন্যায় অতি জরুরি কাজে এহেন প্রশ্নের অবকাশ না রাখাই বিধেয়।

কিন্তু, বৃহত্তর প্রশ্ন হইল, প্রতি তিন মাস অন্তর মূল্যায়ন করা কি সম্ভব? আদৌ কি তাহা করা উচিত? মূল্যায়নের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র ধারণা আছে, তাঁহারাই জানিবেন, প্রক্রিয়াটি অতি জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। ফলে, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী দফতরের শীর্ষকর্তাকে যদি প্রতি তিন মাসে মূল্যায়ন করিতে হয়, ধরিয়াই লওয়া যায়, তাঁহার কর্মদিবসের অধিকাংশ সময় এই কাজেই ব্যয় হইবে। তাহাতে তাঁহার অপরাপর কর্তব্যগুলি কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, বোঝা সম্ভব? এবং তাহার পরও, প্রতি তিন মাসে মূল্যায়ন করা আদৌ সম্ভব হইবে কি না, সেই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। কিন্তু, সরকারি নিয়ম মানিয়া যদি কর্তাকে মূল্যায়ন করিতেই হয়, তবে অবিচারের আশঙ্কা থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ, কাজের বিচারের বদলে কর্তার পছন্দ-অপছন্দের ন্যায় অন্যান্য বিষয় বিবেচিত হইতে পারে। তাহাতে কর্মদক্ষতা বাড়িবে না, বরং দুর্নীতির পরিসর গড়িয়া উঠিতে পারে। শিব গড়িতে বসিয়া বানর গড়িবার কু-অভ্যাস সরকারের চির কালই আছে। এই ক্ষেত্রেও তেমন ভুল না করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রতি তিন মাসে মূল্যায়ন কর্মীদের পক্ষেও ন্যায্য হইতে পারে না। সেই অন্যায্যতার একটি দিক, সময়ের অভাবে মূল্যায়নের প্রক্রিয়াটি ব্যক্তিসাপেক্ষ হইয়া উঠা। কিন্তু, তাহাই একমাত্র নহে। মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য, যে কর্মীরা পিছাইয়া পড়িতেছেন, তাঁহাদের সংশোধনের সুযোগ করিয়া দেওয়া। কোথায় ভুল হইতেছে, এবং সেই ভুল শুধরাইবার উপায় কী, কর্মীদের তাহা স্পষ্ট ভাবে জানানো মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভুল শুধরাইবার জন্য সময় দেওয়াও জরুরি। তাহার জন্য তিন মাস অতি অল্প এমনকি, ছয় মাসও যথেষ্ট কি না, সেই প্রশ্ন থাকিয়া যায়। কিছুতেই চাকুরি যাইবে না, এই নিশ্চয়তা যেমন কর্মকুশলতার পক্ষে ক্ষতিকর, সর্ব ক্ষণ চাকুরি হারাইবার আশঙ্কাও উপকারী নহে। ন্যূনতম ছয় মাস অন্তর মূল্যায়ন করা যাইতে পারে কিন্তু কোনও একটি ছয় মাসের কাজকর্মের ভিত্তিতে কর্মী ছাঁটাই না করাই বিধেয়। পর পর দুইটি ষাণ্মাসিক মূল্যায়নে কেহ ব্যর্থ হইলে তবেই তাঁহাকে ছাঁটাই করিবার প্রশ্ন উঠিতে পারে। সরকারকে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বিধেয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, বয়স্ক কর্মীদের ছাঁটাই করা নহে। লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না হইলে গোটা প্রক্রিয়াটিই এক বৈষম্যমূলক কার্যক্রম হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো ভাবনাচিন্তা করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম নীতি লাখো করিলে রাজনৈতিক নেতাদের দিকে আঙ্গুল তুলিবেন সমাজের বিভিন্ন মহল। সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাদের দায়-দয়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া জরুরী।

নতুন রুপে খুলল পাটুলি ভাসমান বাজার

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): ফের অত্যধুনিক ভাবে বসানো হল পাটুলি ভাসমান বাজার। শনিবার এই ভাসমান বাজারের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন পুরমন্ত্রী তথা পুর প্রশাসক মণ্ডলীর মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। লকডাউন ও আমফানের জেরে একে বারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল বাজারটি। এর ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সমস্যা তৈরি হয়েছিল। এক দিকে এলাকার মানুষকে যেমন দৈনন্দিন সমগ্রি কিনতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। তেমনি ক্রেতাদেরও আর্থিক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তবে নতুনভাবে বাজারটি খুলে যাওয়ায় আবারো আশার আলো দেখছেন বিক্রেতারা।

প্রায় বছর তিনেক আগে খুলে যাওয়া ভাসমান বাজারকে কেএমডিএ"র উদ্যোগে ঢেলে সাজানো হয়েছে। আগে যেমন জলাশয় এর মধ্যে নৌকাগুলি ভাসমান ছিল এখন সেগুলিকে কোথাও কাঠের গুড়ি কোথাও লোহার বিম দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। যাতে আগের মত ঝড় ঝাপটা নৌকো গুলি নষ্ট না হয়ে যায়। এর আগে আমফানের সময় দেখা গিয়েছিল নৌকাগুলি ঝড়ের দাপটে প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল। অন্যদিকে প্রতিটি নৌকার মাথায় পার্মানেন্ট শেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে সামান্য রোদ ঝড় জল থেকে বিক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। যার ফলে নতুন করে বাজারটি আবারও খুলতে অনেকটা সময় লাগলো।

অন্যদিকে, জলাশয় সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ধরনের ঘাস ব্যবহার করা হয়েছে। যা জলের মধ্যে থাকা নোংরাকে টেনে নেবে। এছাড়াও জলাশয় এর মাঝ বরাবর একটি ফোয়ারা চালু রাখা হয়েছে। যাতে জল পরিস্রুত থাকে এবং ঠান্ডা জল বাতাসের সঙ্গে মিশে বাতাবরণকে ঠান্ডা রাখে। এছাড়াও পুরো বাজার চত্বরটি আলো দিয়ে ঘিরে এক অনন্য রূপ দেওয়া হয়েছে। এ এক অনন্য পরিবেশে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বাজার করার সুযোগ করে দেয়া হলো শুধুমাত্র বাইপাস সংলগ্ন এলাকার মানুষের জন্য নয়। এখানে বাজার করতে আসতে পারেন অন্যান্য বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন। কমবেশি প্রায় ৫০টি নৌকার ওপর এখানে বাজার গড়ে তোলা হয়েছে। আলু পিয়াজ সবজি থেকে শুরু করে মাছ এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের নানা উপকরণের সামগ্রী নিয়ে তৈরি হয়েছে এ বাজারটি। অনেকে আবার বিনোদনের জন্য বাজারটিতে আসেন পরিবারকে নিয়ে।

এদিন ফিরহাদ হাকিম ভাসমান বাজার উদ্বোধন করতে এসে বলেন, " এই বাজারটি যেভাবে গড়ে তোলা হল সেটা আগামী দিনে কলকাতার হকারদের কাছে একটা মাইন্ডসেট হয়ে উঠতে পারে। কারণ ইতিমধ্যেই শহরজুড়ে যেভাবে নোংরা প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে দোকানপাট চালানো হচ্ছে সেটা কলকাতার সৌন্দর্য নষ্ট করছে। তাই আমরা এ বিষয়ে হকার ভাইদের সঙ্গে কথা বলব। তাদের সঙ্গে কথা বলে কলকাতার সৌন্দর্যায়ন যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। যেভাবে বাইরের দেশে ছাতা লাগিয়ে হকারি করা হয় সেই পদ্ধতিতেই কলকাতাতেও যাতে হকারি করা যায় সেটাও আমরা তাদের জানাবো।"

শিক্ষার নামে ধর্ম প্রচারে ছাড় দেওয়া বন্ধ হোক

আর কে সিনহা

'শিক্ষার নামে ধর্ম প্রচারের অনুমতি থাকা কী উচিত?', এই প্রশ্ন বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ধর্ম প্রচারের কারণে আমাদের দেশ এবং গোটা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে, এটা জানা নেই এমন কেউ হয়তো নেই। এটা কী সত্য নয়, ভারতে নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে? কখনও কখনও মনে হয় এই বিষয়ে দেশে প্রকাশ্যে তর্ক হওয়া উচিত, ভারতে ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা থাকা উচিত নাকি নয়? নিজ ধর্ম পালনের অধিকার থাকা উচিত সকলের। কিন্তু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবুঝ শিশুদের নিজ ধর্ম সম্পর্কে ভালো, অন্য ধর্মের খারাপ দিক বোঝানো অথবা ঘৃণা তৈরি কী উচিত? ধার্মিক উন্মাদরা তো এমনটাই করছে। ধর্ম কোনও দোকান অথবা ব্যবসা নয়, যে প্রচার-প্রসার করা অত্যন্ত জরুরি। ভারতীয় সংবিধানে ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৫ (১)-এ বলা হয়েছে, 'সকল ব্যক্তি সমানভাবে ধর্ম প্রচার করার ক্ষেত্রে স্বাধীন।' কিন্তু অনুচ্ছেদ ২৬ অনুযায়ী, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কার্যকারিতাতেও শান্তি ও নৈতিকতার শর্ত রয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৮-এ বলা হয়েছে, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনও ধর্মীয় নির্দেশ দেওয়া যাবে না।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে দেখি, ভারতের সংবিধানের প্রণেতারা সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়কে তাঁদের ধর্ম প্রচারের অনুমতি দিয়েছিল। এটার কী কোনও প্রয়োজন ছিল? এটা মানতেই হবে ইসলাম এবং খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসীরা লাগাতার প্রচেষ্টা করছেন, অন্য ধর্মের মানুষজন যাতে যেন-তেন প্রকারেণ যে কোনও লোভে তাঁদের ধর্মের অংশ হয়ে ওঠেন। এটা একেবারে কঠিন সত্য। কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না। এই বিষয়ে দেশে বারবার বিতর্কও হয়েছে, এবং অভিযোগ উঠছে এই সমস্ত ধর্মের ঠিকাদাররা দরিদ্র আদিবাসী, দলিত প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষজনকে তাঁদের ধর্মের অংশ হিসাবে পরিণত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। মাদার টেরিজার বিরুদ্ধেও ধর্মান্তকরণের অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে ইসলামের প্রচারকরা কিছু না বলেই ধর্মান্তকরণের সুযোগ খুঁজে চলেছে।তবে মুসলমানদের আঞ্জুমান ইসলাম শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় কাজ করেছে। মুম্বইয়ে তা সক্রিয়। এখন আপনারাই দেখুন আর্য সমাজ, সনাতন ধর্ম এবং শিখদের পক্ষ থেকে দেশে শত শত স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি চলছে। তবে তাঁরা কখনও কোনও খ্রিস্টান বা মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেননি। একটি ছোট উদাহরণ দিতে চাই। এমডিএইচ নামক মশলা তৈরির প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় ধর্মপাল গুলাটিকে গোটা দেশ ভালোভাবেই জানে। তিনি একজন প্রকৃত আর্য সমাজী। গোটা দুনিয়ায় তাঁকে "কিং অফ স্পাইস" আখ্যা দেওয়া হয়। দেশের রাজধানীতে একটি হাসপাতাল এবং বহু স্কুল পরিচালনা করেন তিনি। তিনি কী কখনও কোনও অ-হিন্দুকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন? শুধুমাত্র ভারত নয়, গোটা বিশ্বে ধর্ম পরিবর্তন একটি জটিল বিষয়। এই বিষয়ে লাগাতার বিতর্ক হওয়া উচিত। কাউকে ভয় দেখিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে অথবা লাভ জিহাদের মাধ্যমে ধর্ম পরিবর্তন করা সঠিক নয়। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ধর্মপ্রচার বন্ধ করা সম্ভব। কিন্তু, এটা দেখা উচিত ধর্মের নামে কেন বিবাদ হচ্ছে। যদি ধর্ম প্রচারের জন্য হয়, তাহলে কাঁদের জন্য হচ্ছে? একটি মতামতও রয়েছে, ভারতের ভূমিতে যে ধর্মগুলি উত্থিত হয়েছে সেই সমস্ত ধর্ম প্রচার করার জন্য ভারতে স্বাধীনতা থাকা উচিত। যেমন হিন্দু, শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ। নিজ ভূমিতেই যদি এই সমস্ত ধর্ম অধিকার হারিয়ে ফেলে তাহলে বড় অন্যায় করা হবে। সমস্যার প্রধান কারণ ইসলাম ও খ্রিস্টান। ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের মধ্যে বিরোধ নেই। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের প্রচার নিষিদ্ধ হওয়া অবশ্য যুক্তিসংগত মনে হবে।

সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রাক্কল পার্সি ধর্ম নিয়েও কথা বলা উচিত হবে। এটাও ভারতীয় ভূমির ধর্ম। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মতোই এসেছে এই ধর্ম। যাইহোক, পার্সিরা ভারতে কখনও তাঁদের ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেনি। ভারতে টাটা, গোদরেজ, ওয়াদিয়ার মতো বড় শিল্পপতি রয়েছেন। এই সমস্ত প্রতিষ্টালনে কয়েক লক্ষ মানুষ কাজ করেন। দেশ নির্মাণের কাজ করছেন তাঁরা। গোটা দেশ তাঁদের প্রসংশা করে। তাঁদের নিয়ে কারও কোনও সমস্যা নেই। এরইমধ্যে, ধর্মের অবধারণার থেকে ভিন্ন ধর্মের খেয়াল। ধর্মীয় প্রচার নিষিদ্ধ করার বিষয়ে যদি বিতর্ক হয় এবং যদি এটি নিয়ে আইন করা হয় তবে ক্ষতি কী? একবার এই ব্যবস্থা হয়ে গেলে, জানা যাবে কত মানুষ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছে এবং কতজন সেবার নাম ধর্মান্তকরণ করতে ব্যস্ত।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

জন্মের দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কবিতায় শ্রদ্ধা

বরুণ দাস

জন্মের দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে অনেকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নানাভাবে। কেউ অনুষ্ঠান উৎসব, কেউবা প্রবন্ধে-নিবন্ধে, কেউবা কবিতা-ছড়ায় যার যেমন সাধ কিম্বা সাধ্য। এই বহুমুখি সারস্বত কর্মকাণ্ডে বিদ্যাসাগরের জীবনও কর্মসাধানার নানা উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হয়েছে। যার অনেকটাই ছিল আমাদের মতো অনেকের কাছেই অজানা। সেই অজানা দিকের ওপর অনিবার্য আলো ফেলেছেন (পড়ুন সন্ধান দিয়েছেন) বিদ্যাসাগর গবেষকরা। দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এটাই আমাদের বড়ো পাওনা সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে কবি সম্পাদক দীপঙ্কর বিশ্বাসের 'ঈশ্বরীয়' শিরোনামে একটি চটি কাব্য সংকলন। জন্মের দ্বিশতবর্ষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসার এক শোভন সুন্দর বিনম্র নিবেদন। ছোটোবড় মিলিয়ে মোট ১৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে চেহারায় শীর্ণ এই সাদামাটা কাব্য সংকলনটিতে। যার প্রত্যেকটিতেই আছে উনিশ শতকের এক ব্যতিক্রমী জ্ঞানতপস্বী, শিক্ষাবিস্তারক, সমাজ সংস্কারক ও উদারমনস্ক ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগরের উজ্জ্বল উপস্থিতি।

'নতজানু হাতে পারি, হতে চাই/ মাটিতে ঠেকাই মাথা তোমার চরণে/ যে চকণে স্বর্ণ ধূলি, রক্তাক্ত আলপনা/ যে স্পর্শ দন্য মানি বিনম্র বরণে...।' সংকলনের চতুর্থ কভারে এমনই উচ্চারণ কবি দীপঙ্কর বিশ্বাসের। আর শুরুতেই আছে 'ল্যাম্প পোস্টের আলোচর নীচে দাঁড়িয়ে বই পড়ছ তুমি চোখে স্বদেশ গড়ার দুর্নিবার স্বপ্ন/ অশিক্ষা অধীক্ষা অন্ধকার আর হাহাকার/ চারিধারেই শুধু জমাট কালো পাথরের প্রগাঢ় পাহারা.....। সময়ের দাবি মেনে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান নিয়ে এক প্রৌঢ় কবির অনুপম কাব্যিক অভিব্যক্তি।

দ্বিশতবর্ষ পরে কবিতায় কবির প্রশ্ন করা কান্না শুনেছিলে তুমি এ অভাগা দেশের মন্দিরে? / কার কান্না অশ্রুধারা পাতে সিক্ত হয়ে যন্ত্রণায় কঠোর হৃদয়?/ সব ভয় তুচ্ছ করে তীব্র ত্রাসী শাসকের রক্তচক্ষু ভেঙে ভেক্ষে / গড়ে তোল সমুদ্যত চেতনার দুর্নিবার কঠিন মিনাব? কিম্বা 'তুমি তো মুছে কান্না বাংলার ঘরে ঘরে/ বৈধব্যের বধিরতা করেছ মুখর। ।/ পর্দাসীন ভ্রান্তি ভেঙে দেখিয়েছ নারীত্বের উদ্ভাসিত আলোর আকাশ।/ তোমার সমস্ত শক্তি আকাঙ্ক্ষার অহংকারে/ অনিবার্য, আয়োজনে স্বদেশের বুকে বুকে করেছ বিস্তার'। যদি প্রশ্ন করা যায়, বিনিময়ে কি পেয়েছেন তিনি? স্বদেশবাসী কিভাবে গ্রহণ করেছেন তাঁকে? ....' বিদ্বেষ বিষাক্ত বিয়ে, বিদ্রুপের তীব্র শরাঘাচে রক্তাক্ত হয়েছে মন, তবুও প্রতিক্ষণ প্রতিজ্ঞার ন্যায়দণ্ড ধরে / তুমি এক গিদবিজয়ী অগ্নিবাহী দুরন্ত সৈনিক' সাধ ও সাধের মতো মিলিয়েছ কঠিন বন্ধন।' দ্বি-ছত্র মালায় কবির অনুপম উপলব্ধি '....তুমি যে কেটেছ পথ কঠিন পাথরে/ হাঁটিনি, ছুঁয়েছি শুধু বিস্ময় ভরে.... '। কিম্বা 'তুমি বিদ্যা, তুমি দয়া তুমি তেজ, সাহস, সংবর/ তুমি সাথী, সমব্যথী মাটির ঈশ্বর...।

এরপরেই কবির বিজ্ঞাসা 'এ তুমি ক্যামন ঈশ্বর? জন্ম আর মৃত্যুদিন ছাড়া / তোমাকে পড়ে না মনে? ঈশ্বরের মৃত্যু হলে পরে ভেঙে পড়ে' সমর্পিথ বিশ্বাসের ভিত। নিভে যায় নিরুক্তির আলো/ এ তুমি ক্যামন ঈশ্বর ঘরে ঘরে নেই কোনও প্রাত্যহিক/ প্রবিত্র প্রত্যয়। যে শিশুরা বই কাঁধে বিদ্যালয়ে, যে বালিকা/ মুক্ত আজ বিবাহের সামাজিক বিধিবদ্ধ স্বৈরাচারী দুঃশাসন থেকে,/ যে রমণী মুছে যাওয়া সিঁদুরের অহায় যন্ত্রণা ভুলে/ আবার নতুন সাধে ঘর বেঁধে স্বপ্নে বুক বাঁধে/ তারা কী তোমার নামে প্রতিদিন নত নম্র শির?

অবশ্যই নত নম্র শির নয়। কারণ আমরা আসলে আত্মঘাতী জাতি। যদি হত্যে তো ঘরে ঘরে তিনি পুজিতে (আক্ষরিক অর্থে নয়) হতেন। তাঁর সময়ে পা রেখে তিনি যে দুঃসাহসিক সামাজিক বিপ্লব করেছেন তা রাষ্ট্রবিপ্লবের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য , তাঁকে শেষ জীবন কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হয় সুদূর কর্মাটাড়। কারণ..... আঘাতে আঘাতে ক্লান্ত / নির্বিকার শ্রমে, মনে ও শরীরে একা/ উৎক্ষিপ্ত অবজ্ঞা, বিস্তীর্ণ বিদ্রুপ শহরের কান্তিহীন/ কোলাহল ভেঙে খুঁজে শান্তির নীড়।

সত্যিই তাঁকে মানসিক শান্তি এনে দিয়েছিল কলকাতার কোলাহল থেকে অনেক দূরে কার্মাটাড়ের নরম মাটি ও সহজ সরল মানুষ। শিক্ষাহীন অর্থদীন অবজ্ঞাত বঞ্চনার /বিষাদে নম্র মাটরি মর্মছোঁয়া প্রিয়তম /মানুষের কাছে যে তোমার প্রিয় ভূমি/ প্রিয় কর্মাটাড়। সেকানে তোমার শান্তি/ মানুষের সঙ্গে থেকে মিলিয়েছে ভালোবাসা/মিটিয়েছ প্রাণের পিপাসা, সরল সান্নিধ্যে এসে /সহজেই হয়ে গ্যাছ তাদের স্বজন। রুক্ষতার/ হাহাকার ছুঁয়েছ স্নেহের স্পর্শে, হৃদয়ের ভালোবাসা/ করেছ বিস্তার, সে তোমার প্রিয়ভূমি প্রিয় কর্মাটাড়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান'

অনুরঞ্জন দে

করোনা অতিমারি রোগের প্রভাবে হয়ত পৃথিবীর রূপটার আমূল পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। এই অতিমারি রোগের এখনও পর্যাপ্ত প্রকৃত ওষুধ আবিষ্কার হয়নি, অতি ভবিষ্যতের পথে যে ওষুধু আবিষ্কৃত হবে বা আদৌ আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত।

আর একটা জিনিস আমাদের ভবিষ্যৎ কী অন্ধকারময়? এখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা এখনও পর্যন্ত এর প্রতিষেধক ও টিকা আবিষ্কার করতে পারিনি, যা দিয়ে আমরা এই অতিমারি মারণ রোগের থেকে নিজেরা ভবিষ্যতে বাঁচব ও মানবজাতিরকে বাঁচাব।

চেষ্টার ত্রুটি নেই। সারা পৃথিবী এই প্রতিষেধক ও টিকা আবিষ্কারের চেষ্টায ব্যাপৃত আছে। জানি না বিধাতারকি লিপি। যাহোক, একটা চিন্তা মাথায় এসেছে জানি না এর ফল সত্যিই কিছু ভালো করে দেখাতে পারবে কি না?

আমরা এখনও পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের সম্বন্ধে দশটি চেহারার দেখা পেয়েছি। এই দশটি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ভাবধারায় সংক্রমিত হতে চলেছে মানবদেহে আর এই জীবাণু বা জীবাণু অতিমারির রূপ ধারণ করছে। আমরা যদি প্রতিটা বীজাণু পৃথক করে ভাগ আর কোনও সুস্থ রোগীর লালারসে কোন বীজাণু পাওয়া গেছে তার বিভাজন করে এককভাবে সংগ্রহ করে তাকে ৩০ ডিগ্রি বা তারও কম বা বেশি তাপে রাখতে পারি ও তাতে তারা কতদিন

পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে তার পর্যবেক্ষণ করতে থাকি তবে একটা সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারব যে ওই বীজাণু বা জীবাণুর স্থায়িত্ব কত দিন তার একটা আনুমানিক সংখ্যা খুঁজে বের করতে পারব। পরের ধাপে আমরা করোনা আক্রান্ত সুস্থ রোগীর রক্ত নিয়ে সেটা powder from এ preserve করে deep fridze এ ৩০ ডিগ্রি বা তারকম বা বেশিতে রেখে দেখব যে ওই রক্তে জীবাণু বা বীজাণু কতদিন বেঁচে থাকছে বা মরে যাচ্ছে। এর পরের খেপে আমাদের একটা জিনিসের প্রতি পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করতে হবে Blood Group ও ওই আক্রান্ত সুস্থ রোগীর শরীরের লালারসের মধ্যে যে শ্রেণির বীজাণু বা জীবাণুর অস্থিত্ব আছে তার সম্বন্ধে আমাদের শ্রেণিগবভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করতে হবে। সুস্থ রোগীর শরীরে যতক্ষণ না fimmnuily from করথেছে ততক্ষণ এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে না। তৃতীয় খেপে আমরা একটা জটিল পর্যবেক্ষণের পথে এগিয়ে যাব। এই দশটি বীজাণু বা জীবাণুকে সংমিশ্রণ করে ও ওই রক্তের শ্রেণিগতভাবে সংসগৃহীত উপাদানগুলোকে একত্রে permutation ও combination করে একটি উপাদানের পরিণত করে তাকে ৩০ ডিগ্রি বা তার কম তাপমাত্রায় রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে ওই ভাইরাস বা বীজাণু বা জীবাণু কতদিন পর্যন্ত জীবিত অবস্তায় থাকতে পারে। পর্যবেক্ষণের যদি দেখা যায় ওই বীজাণু বা জীবাণু ৩০ ডিগ্রি বা তার বেশি বা কমে এক বিশেষ তাপমাত্রায় রেখে মৃত বীজাণু বা জীবাণুগুলিকে মিশ্রিত করে permutaion ও combination করে একটি উপাদান আমরা পেয়ে যেতে পারি যা প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ করে বাঁচলেও বাঁচতে পারি। এই প্রতিষেধকটি পশুদের দেহে প্রথমত প্রয়োগ করে তার ফলের ওপর আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। হয়ত বা একদিন কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চেঁচিয়ে উঠতে পারেন ইউরেকা ইউরেকা বলে। সেদিন আর কত দূরে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

চিৎকার করে মেয়ে, দেখি কতদূর বলা যায়...

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ওর জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, যাতে ও চিৎকার না করতে পারে। কিন্তু ওর চিৎকার সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে গেল। রাষ্ট্রের পুলিশ প্রশাসন আটক করে রেখেছিল ওর পরিবারের প্রত্যেককে যাতে ওরা মিডিয়া, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাছে মুখ খুলতে না পারে। তবুও ওদের পরিবারের ক্রান্দন সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে গেল। মেয়েটির শিরদাঁড়া ভেঙে ফেলা হয়েছিল, যাতে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ কখনো আর মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। তবুও হেরে যাওয়া মানুষের চিৎকার রাষ্ট্রপ্রধানদের ঘুম কেড়ে নিল। আঘাতের পর আঘাতে প্যারালাইসিস করে দেওয়া হয়েছে তার নিম্নাঙ্গ, যাতে আর কখনো কোনো কন্যাসন্তান উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আঁচ শানিয়ে তুলতে না পারে। তবুও নিম্নবর্গীয় জেদ ঠেলে ফেলে দিল উচ্চবর্ণের মানুষের সমস্ত প্রথা। দেশজুড়ে ঘৃণার আগুনে জ্বলে উঠল এতদিনের উচ্চবর্ণের পদদলনের প্রতি জমে থাকা যাবতীয় অপমান। এ যেন এক নতুন ভারতবর্ষের পদধ্বনি শোনা গেল হাথরাসের প্রত্যন্ত গ্রামের অন্তস্থল থেকে। মৃত্যুর পর তার মৃতদেহকেও রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে পুলিশি প্রহরায় পুড়িয়ে দেওয়া হল তথ্য লোপাটের জন্য। অথচ কন্যার যন্ত্রণার আগুনে সারা দেশে আগুন জ্বলে গেল। এদিনের দলিত সম্প্রদায়ের ক্ষোভ ক্রোধ এক প্রচণ্ড দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল দেশজুড়ে।

অথচ হাথরাস জেলায় ১৯ বছরের দলিত মেয়ের ধর্ষণ মৃত্যুর পরও চুপ থেকেছে দলিত সম্প্রদায়। চার উচ্চবর্ণের যুবক নির্মম অত্যাচার করে মেয়েটিকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়ার পরও নরীব থাকতে হয়েছে নিম্নবর্ণের সমাজকে। কারণ এতদিনের শিক্ষা। সমাজে থেকেও মূলস্রোত থেকে দূরে থেকে যাওয়ার শিক্ষা। দোকানপত্র, স্কুল, স্থানীয় মন্দিরেও প্রবেশাধিকার নেই তাঁদের। এমনকী মৃত্যু পরবর্তী দেহ সৎকারের স্থানটিও আলাদা করে দেগে দেওয়া। আর সেই সমাজের মেয়েটিকেই যখন চরমভাবে নির্যাতিত হতে হল তখন চারিদিকে হইহই, দেশে সংবাদমাধ্যম নড়েচড়ে বসল। অবশ্য এখনো পুরো ভয় কাটেনি। ওই গ্রামেরই পঞ্চাশ বছর কাটানো এক বাসিন্দা আজো মেনে নিয়ে বলেন---ভাগ্যের বিধি। এবং মিডিয়ার এই প্রশ্ন, ক্যামেরাস লাইটে তারা ভীত। বেশিরভাগই কাজ করেন উচ্চবর্ণের মানুষের জমির শ্রমিক হয়ে। মুখ খুললে যদি চাকরি চলে যায়। ১৯ বছরের নির্যাতিতার পরিবারের প্রতিবেশীরা সকলেই উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ ঠাকুর। এমন চরম দুর্দিনে তাঁরা কেউই দলিত পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। নির্যাতিতার মা বলেন, আমরা ওঁদের জমি থেকেই গরুর জন্য খাবার নিয়ে আসি। ভেবেছিলাম একবার খবর নিতে আসবেন। নির্যাতিতার কাকিমার গলাতেও সেই সুর। তিনি বলেন আমারও মেয়ে আছে। যদি ঠাকুরদের কারো সঙ্গে এমনটা হত পুলিশ কখনোই এমন কাজ করতে পারত না।

আজ বলে নয়, এই এই অত্যাচার চলে আসছে দিনের পর দিন। সেই সমাজেরই একটি মেয়ে জানালেন তাঁর বিয়ের দিনের স্মৃতির কথা। সমাজের অচ্ছুৎ বলে তাঁর পালকি মূল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সম্মতি পায়নি। তিনি বলেন, আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমার পরিবার আমার পরিবার আমাকে বলে যে এটাই স্বাভাবিক। আমাদের আপুস করা শিখতে হবে। উচ্চবর্ণের প্রতি এই সমাজের একটাই ক্ষোভ। আমরা বাঁচলাম কি মরলাম ওঁদের কিছু যায় আসে না। স্কুলে এদের সঙ্গে কেউ কথা বলে না, পঞ্চায়েতের মিটিংয়ে এদের ডাকা হয় না, মৃত্যুর পরও খোঁজ নেওয়া হয় না। বরং গ্রামপ্রধান বলেন, যুবকেরা নির্দোষও হতে পারে।

উন্নাও , হাথরাস, বলরামপুর, বাদোই পরপর কয়েকটি ঘটনা আবার এক নতুন বাস্তবতাকে সামনে তুলে আনছে। দলিত অত্যাচারের ঘটনা দেশে যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তা কখনো নয়, হিন্দু বলয়ের বাইরেও ধারাবাহিকভাবে তা ছয়ের পাতায়

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার আগরতলায় এসপিও পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ছবি- নিজস্ব।

গুমড়ায় বাল্যবিবাহের তদন্তে গিয়ে নিগৃহীত শিশু সুরক্ষা সমিতির কর্মী, থানায় এফআইআর

গুমড়া (অসম), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত গুমড়া লাগোয়া চণ্ডীপুর গ্রামে বাল্যবিবাহের তদন্ত করতে গিয়ে শারীরিক হেনস্তার শিকার হলেন কাছাড় জেলা শিশু সুরক্ষার সমিতির (ডিসিপিইউ) কর্মী রাজিবুল আলম চৌধুরী। অভিযোগ, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রাজিবুলকে বেধড়ক মারধর করেছেন মতিউর রহমান বড়ভুইয়া নামের জনৈক।

অভিযোগে প্রকাশ, মতিউরের ঘুঁষিতে নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয় রাজিবুলের। সহকর্মী বিদ্যুৎ নাথও হামলার শিকার হয়েছেন। হল্লা-চিৎকার শুনে পড়শি প্রাক্তন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য কালাচাঁদ বৈষ্ণব সহ অন্যান্য লোকজন রাজিবুলদের উদ্ধার করে গুমড়া পুলিশ ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দেন। পুলিশ জখম ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে শারীরিক পরীক্ষা পর্ব সম্পন্ন করে। শিশু সুরক্ষা সমিতির জেলা আধিকারিক মৃণাল কুমার শইকিয়ার নির্দেশ ও পরামর্শে গুরুতর জখম রাজিবুল আলম চৌধুরী গুমড়া পুলিশ ফাঁড়িতে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে মতিউর রহমান বড়ভুইয়াঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করেছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, চণ্ডীপুরের জনৈক মতিউর রহমান বড়ভুইয়াঁ তার নিজের অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে সাব্যস্ত করেছেন। আগামী ১৯ অক্টোবর বিয়ের দিন ধার্য করা হয়েছে। এই অভিযোগ চাইল্ড লাইন সংস্থার টোল ফ্রি নম্বর ১০৯৮ চণ্ডীপুর গ্রাম থেকে জানানোর পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। শিলচর চাইল্ড লাইন সংস্থার সেন্টার কো-অর্ডিনেটর জাহান আহমেদ মজুমদার ১৪ অক্টোবর মতিউর রহমান বড়ভুইয়া ও সাহানারা বেগম বড়ভুইয়াঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৭ বছরের মেয়েকে বিয়ের আগে তাকে উদ্ধারের জন্য বিহিত ব্যবস্থার আর্জি জানিয়ে কাছাড় জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিকের (ডিসিপিও) কাছে লিখিত চিঠি পাঠান। যথারীতি ডিসিপিও মৃণাল কুমার শইকিয়া অফিসের ফিল্ড লেভেল কর্মী রাজিবুল আলম চৌধুরী ও বিদ্যুৎ নাথকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে সরেজমিনে পরিদর্শনের নির্দেশ দেন।

ডিসিপিও শইকিয়ার আদেশে কর্তব্য পালনে শুক্রবার গুমড়ার চণ্ডীপুর গ্রামের মতিউর রহমান বড়ভুইয়াঁর বাড়িতে যান রাজিবুল আলম চৌধুরী ও বিদ্যুৎ নাথ। কিন্তু বাড়িতে যাওয়ার পর আচমকা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে গৃহকর্তা ও পরিবারের লোকজন সরকারি কর্মীদের উপর চড়াও হন। তিনি জানতে চান, তার মেয়ের বিয়ের বিরুদ্ধে কে নালিশ করেছে, নালিশকারীর নাম বলতে হবে। নতুবা তাঁদের ছাড়া হবে না। রাজিবুলরা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেও বিফল হন। মতিউর রহমানের রাগের মাত্রা এতটাই চড়ে যায় যে কথায় কথায় লাথি কিল ঘুঁষি মারতে থাকেন সরকারি কর্মীদের। রাজিবুলরা হাত জোড় করে জীবন ভিক্ষা চাইলেও ক্ষান্ত হননি মারমুখি উদ্যত মতিউর রহমান। পরে স্থানীয় কালাচাঁদ বৈষ্ণব ও আশপাশের লোকজনদের প্রচেষ্টায় তাঁদের উদ্ধার করা হয় মতিউরের খপ্পর থেকে।বিস্তারিত জানিয়ে গুমড়া পুলিশ ফাঁড়িতে এফআইআর দাখিল করেছেন আক্রান্ত রাজিবুল আলম চৌধুরী। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে এ খবর লেখা পর্যন্ত ধরপাকড়ের কোনও খবর নেই। প্রধান অভিযুক্ত মতিউর রহমান বড়ভুইয়াঁ পলাতক বলে জানা গেছে।

এদিকে গোটা ঘটনার বিবরণ জানিয়ে কঠোর পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে জেলাশাসক কীর্তি জল্লির কাছে চিঠি প্রেরণ করেছেন জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতির আধিকারিক মৃণাল কুমার শইকিয়া। চিঠির প্রতিলিপি অসমের শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব, কাছাড়ের পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসকের (সমাজ কল্যাণ) কাছে পাঠিয়েছেন ডিসিপিও শইকিয়া।

মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলনের প্রস্তুতি দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদের

গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : মেঘালয়ে বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছে দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ। মেঘালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ আট মাসের বেশি সময় ধরে অত্যন্ত অমানবিকভাবে বাঙালি জনগণের উপর নির্যাতন করে আসছে খাসি ছাত্র সংস্থা সহ অন্যান্য সংগঠন। এমন অনৈতিক আচরণ বন্ধ করে মেঘালয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার দাবিতে মেঘালয়ের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক এবং মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমাকে বিভিন্ন সংগঠন থেকে একাধিক স্মারকপত্র প্রদান করা হলেও কোনও কাজ হয়নি।

তাই শনিবার দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদের কর্মকর্তারা সংবাদ মাধ্যমকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, মেঘালয়ের বৃহৎ বাঙালি জনগণের পাশে থাকবে পরিষদ। দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাজু ঘোষ, ভাইস-চেয়ারম্যান রত্না রাজবংশী, আমরা বাঙ্গালীর কেন্দ্রীয় সচিব বকুলচন্দ্র রায়, মেঘালয়ের বিশিষ্ট সমাজসেবী বিকি দে প্রমুখ জানান, গত ফেব্রুয়ারি থেকে মেঘালয়ে বসবাসকারী বাঙালিদের উপর নির্যাতন চলছে। কিন্তু গত দু মাস থেকে চুণাপাথর সহ অন্যান্য সামগ্রীর আমদানি রফতানি ব্যবসা স্তব্ধ করে দিয়েছে খাসি জনগোষ্ঠীয় বেসরকারি সংগঠনগুলি। বাঙালিদের সঙ্গে কোনও রকম ব্যবসায়িক লেলদেন না করার জন্য অলিখিত ফতোয়া জারি করেছে ওই সব এনজিও তথা খাসি ছাত্র সংস্থা।

তাঁরা জানান, বিশেষ করে ইস্ট খাসি হিলসের ইছামতি ও ভোলাগঞ্জ এলাকায় কার্যত অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। যার ফলে বহু সংখ্যক মহিলা শিশু পর্যন্ত অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন বাঙালি পরিবারের সদস্যরা। এই কঠিন পরিস্থিতির উপশম চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং মেঘালয় সরকারের আশু হস্তক্ষেপ চেয়ে গত ১৩ অক্টোবর কলকাতার মেঘালয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পৃথক পৃথক স্মারকপত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাঙালি নির্যাতনের উপশম হচ্ছে না। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র ও রাজ্যের উভয় সরকার নীরব ভূমিকা পালন করছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহৎ বাঙালি জনগোষ্ঠীয় মানুষের দুর্গতিতে সারা বিশ্বের বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মেঘালয়ের নিপীড়ত জনগণের পাশে দাঁড়াবে। আগামী দিনে বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের প্রস্তুতিতে রূপরেখা তৈরিতে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে দলিত ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন পরিষদ, সংবাদ মাধ্যমকে স্পষ্ট জানিয়েছেন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

কাছাড়ের কুলিছড়ায় মিজো আগ্রাসন, তীব্র উত্তেজনা, কড়া পুলিশি প্রহরা

ধলাই (অসম), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত ধলাই বিধানসভা এলাকার কুলিছড়াপুঞ্জিতে মিজো আগ্রাসনের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র এলাকাজুড়ে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। জানান ধলাই থানার ওসি সাহাব উদ্দিন বড়ভুইয়া।

কাছাড় জেলার ধলাই বিধানসভা এলাকার হাওয়াইথাং কুলিছড়াপুঞ্জিতে কতিপয় মিজো জনতার জমি জবরদখলের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। অতিমারি করোনা পরিস্থিতিতে জমি জবরদখলের প্রবণতা বেড়েছে। জানা গেছে, মিজোরাম প্রশাসনের সহযোগিতায় বেআইনিভাবে জমি দখলের ঘটনা নজরে পড়ে স্থানীয় জনগণের। তাঁরা অভিযোগ করে জানান, খুলিছড়ায় করোনা চেকিঙের নামে মিজোরা অস্থায়ী গেট বসিয়ে জমি বেদখলের অপপ্রয়াস শুরু করেছে। এমন-কি মিজোরাম রাজ্যের আইআর ব্যাটালিয়ন দেখে স্থানীয় জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

তাঁদের কাছে আরও জানা গেছে, বেশ কিছুদিন থেকে একটি দুষ্টচক্র জমি দখল করার অভিপ্রায়ে তৎপরতা শুরু করেছে। কাছাড় জেলার লায়লাপুর অঞ্চলের সচেতন জনগণ প্রতিবাদ করলে উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে কাছাড়ের ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) ভার্গব গোস্বামী ও ধলাই থানার ওসি ইন্সপেক্টর সাহাব উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ পুলিশ বাহিনী নিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন।

তাঁরা মিজোরাম পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। মিজোরাম প্রশাসনের পক্ষে বর্তমানে করোনা টেস্টের জন্য সেখানে গেট বসানো হয়েছে বলে সাফাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মিজোরাম প্রশাসনের পরোক্ষ মদতে মিজো জনতা অসমের জমি জবরদখলের অভিসন্ধিতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি উপলব্ধি করে শনিবার স্থানীয় জনতা তীব্র প্রতিবাদে এগিয়ে গেলে বিপত্তি ঘটে। দেখা দেয় তীব্র উত্তেজনাকর পরিবেশ। এক সময় কাছাড়ের স্থানীয় জনতার প্রতিবাদে পিছু হটতে বাধ্য হয় মিজো দুষ্কৃতীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ছুটে যান কাছাড়ের পলিশ সুপার বানোয়ারিলাল মিনা। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। করোনার ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সময়ে লকডাউন চলাকালীন সংক্রমণ রুখতে অসমের তিন কিলোমিটার সীমানার ভেতরে হাওয়াইথাং খুলিছড়ায় অস্থায়ীভাবে ব্যারিকেড বসিয়েছিল মিজোরামের দুষ্কৃতীরা। এদিকে করিমগঞ্জ জেলার নিভিয়া-চেরাগী অঞ্চলে মিজো সীমান্তে কিছুদিন ধরে একইভাবে মিজো দুষ্কৃতীরা মনরেগার সরকারি প্রকল্পের কাজের ফলক লাগিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করে অসমের জমি জবরদখলের প্রচেষ্টা করছে। তবে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন এবং বন বিভাগের যৌথ অভিযানে মিজোদের দুরভিসন্ধিমূলক ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

এবার ভারতে রাশিয়ার করোনা টিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): এবার ভারতে রাশিয়ার করোনা টিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল। ডক্টর রেড্ডিকে স্পুটনিক-৫ টিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অনুমোদন দিল কেন্দ্র। তার ফলে এবার ভারতে মানবদেহে রাশিয়ার করোনাভাইরাস টিকার ট্রায়াল চালানো যাবে। শনিবার ডক্টর রেড্ডি ও রাশিয়ান ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (আরডিআইএফ) তরফে জানানো হয়েছে, টিকার ট্রায়ালের অনুমোদন দিয়েছে ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিজিসিআই)। একটি যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বিভিন্ন কেন্দ্রে ও এলোমেলোভাবে সেই পরীক্ষা চালানো হবে। তাতে সুরক্ষা ও অনাক্রম্যতার পরীক্ষাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।"

রাশিয়ার খুব অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর টিকা হিসেবে অনুমোদন পেয়েছিল স্পুটনিক-৫। কিন্তু ভারতে বড় জনসংখ্যার মধ্যে ট্রায়াল চালানোর প্রস্তাব দিয়েছিল ডক্টর রেড্ডি। তাতেই আপত্তি জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। বর্তমানে নথিভুক্ত-পরবর্তী তৃতীয় পর্যায়ের ক্লিনিকাল ট্রায়াল বিশ্বের প্রথম করোনাভাইরাস টিকার। তাতে অংশগ্রহণ করেছেন ৪০,০০০ জন।

অনুমোদন পাওয়ার পর ডক্টর রেড্ডির কো-চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর জি ভি প্রসাদ বলেন, "পুরো প্রক্রিয়ায় ডিজিসিআইয়ের বৈজ্ঞানিক কঠোরতা ও নির্দেশনা মেনে নিয়েছি আমরা। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যা ভারতে আমাদের ক্লিনিকাল ট্রায়াল শুরুর অনুমতি দিয়েছে। আর মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে একটি সুরক্ষিত এবং কার্যকরী টিকা নিয়ে আসার বিষয়ে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

উল্লেখ্য, ভারতে স্পুটনিক-৫ টিকার ক্লিনিকাল ট্রায়ালের জন্য গত সেপ্টেম্বরে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল আরডিআইএফ এবং ডক্টর রেড্ডি। সেই চুক্তি অনুযায়ী, ১০০ মিলিয়ন টিকার (১০ কোটি) ডোজ পাবে ভারত।

বিজেপি প্রার্থীর ভাইয়ের বাসভবন থেকে ২২ কিলোগ্রামের বেশি সোনা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

পাটনা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): বিহারের রক্সৌল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রমোদ সিনহার ভাইয়ের বাস ভবন থেকে ২২ কিলোগ্রাম ৫৭৬ গ্রাম সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বাজারে বাজেয়াপ্ত সোনার মূল্য ১১৯ কোটি টাকা। পুলিশ গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখছে এবং বিধায়কের ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

রক্সৌল বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী প্রমোদ সিনহা রক্সৌল এলাকার হেরিয়ায় থাকেন। বিজেপির তরফ থেকে তাঁকে প্রার্থীপদ দেওয়া হয়েছে। তার ভাই অশোক সিংহা নেপালের বীরগঞ্জে থাকেন। নেপাল পুলিশ অশোক সিনহার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে তার কাছ থেকে ২২ কিলোগ্রাম ৫৭৬ গ্রাম সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে।

পুলিশের সূত্রে জানা গিয়েছে, অশোক সিনহা নেপাল সীমান্তে কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এর কাজ করেন। যদিও অশোক সিনহা দাবি করেছেন যে বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা পাওয়া গিয়েছে সেটি বহুদিন ধরে বন্ধ ছিল। তাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে গত বছর রক্সৌল বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী করেছিল অজয় সিং কে। কিন্তু এ বছর তাকে কোন প্রকারের প্রার্থীপদ দেওয়া হয়নি। ফলে এই নিয়ে দলের অন্দরেই ক্ষোভ বেড়ে চলেছে।

নিউজিল্যান্ডের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী প্রধানমন্ত্রী জাসিন্দা আর্ডান

অকল্যান্ড, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): নিউজিল্যান্ডে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জাসিন্দা আর্ডার্ন। শনিবার নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় মোট ৮৭ গণনায় ৪৯ ভোট পেয়েছে আরডার্নের লেবার পার্টি, যা তিরিশের দশকের পরে রেকর্ড সৃষ্টিকরেছে। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ ন্যাশনাল পার্টি পেয়েছে মাত্র ২৭ ভোট, ২০০২ সালের পরে যা দলের নিকৃষ্টতম ফল।

এদিন ফল ঘোষণার পর অকল্যান্ডে সমর্থকদের আরডার্ন বলেন, 'আগামী তিন বছরে অনেক কাজ করতে হবে। আমরা কোভিড সংকট দূর করার পরে আবার গঠন করব। জনাদেশ আমাদের সেই পুনরুদ্ধারের কাজে সহায়ক হবে।'

প্রধান প্রতিপক্ষ ন্যাশনাল পার্টির নেত্রী জুডিথ কলিন্স পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে আরডার্নকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। ওয়েলিংটনের ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ভাষ্যকার ব্রিইস এডওয়ার্ডস বলেন, এটা একটি ঐতিহাসিক পালাবদল। এর মধ্য দিয়ে নতুন কোনও ভিত্তি তৈরি হয়েছে।

মহামারী করোনাভাইরাস মোকাবেলায় তার দারুণ সফলতার জন্যই জনগণ ফের তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিছে নিয়েছেন বলে বিশ্লেষকরা দাবি করছেন। এর মধ্য দিয়ে তার সংস্কার এজেন্ডা বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়ে গেলেন তিনি।

১৯৯৬ সালে সমানুপাতিক ভোটিং ব্যবস্থা গ্রহণের পর নিউজিল্যান্ডে এই প্রথম কোনও দল এত বেশি আসনে জয়ী হতে যাচ্ছে। শনিবারের এ নির্বাচন সেপ্টেম্বরেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ এর নতুন প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ায় ভোট এক মাস পিছিয়ে দেয়া হয়।

পাম্পর থেকে জঙ্গিদের সহযোগীকে গ্রেফতার করল নিরাপত্তা বাহিনী

শ্রীনগর, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কারকে (জঙ্গিদের সক্রিয় সহযোগী) জম্মু ও কাশ্মীরের পাম্পর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। ধৃত ব্যক্তি লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের সমস্ত রকমের রসদ সরবরাহ যেরকম খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, অর্থ দিয়ে ক্রমাগত সহযোগিতা করে চলেছিল। মূলত জঙ্গিদের সহযোগী হিসেবে কাজ করত সে। নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা ধৃত ব্যক্তির থেকে বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃত ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কারের নাম হ্যারিস শরীফ। ব্যক্তিটির বাড়ি জাফরেন কলোনিতে। ধৃত ব্যক্তিকে বর্তমানে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

করোনায় বাংলাদেশের নতুন করে আরও ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে

ঢাকা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.):গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় বাংলাদেশের নতুন করে আরও ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ১২০৯ জন। শনিবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতর এক বুলেটিনে বাংলাদেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির সর্বশেষ এই তথ্য জানিয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত ১২০৯ জনকে নিয়ে দেশে আক্রান্তে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৮৭,২৯৫ জন। আরও ২৩ জনের মৃত্যুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫৬৪৬ জন হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী গত একদিনে আরও ১ ৫৬০ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে বাংলাদেশে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩,০২,২৯৮ জন হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলা দেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গত ৮ মার্চ। এর ১০ দিনের মাথায় ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যুর খবর আসে।

সারা দেশের পাশাপাশি গোটা অসমে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঠেকাতে শপথগ্রহণ জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের

গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : অসমিয়াদের অন্যতম প্রধান উৎসব কাতি বিহুর দিন অর্থাৎ আজ শনিবার জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশন নামের বেসরকারি সংগঠন সারা দেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধে এক কার্যসূচি গ্রহণ করেছে।

এদিন বিকেলে মহানগরে অসম রাজ্য চিড়িয়াখানা চত্বরে তুলসী গাছ রোপণ করে প্রত্যেক পরিবারে দুটি সন্তান নীতি চালু করতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কাতি বিহু উপলক্ষ্যে তুলসী তলায় মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়।

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উত্তরপূর্ব ভারতের সংযোজক লালজি সোনারি।

সংবাদ মাধ্যম নিউজ লাইভ-এর রাজনৈতিক সম্পাদক ছায়ামণি ভুইঞা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেন গোপাল কাফলে, প্রদীপ প্রজ্বলন করেন উত্তরপূর্বের অধ্যক্ষ শৈলেন্দ্র পাণ্ডে, অসম প্রান্তের অধ্যক্ষ শিবপ্রসাদ শর্মা, অসম প্রান্ত মহিলা শক্তির অধ্যক্ষ রুবী সিংহ, গুয়াহাটি মহানগর মহিলা শক্তির অধ্যক্ষ রঞ্জিতা রাজে। অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করান সচিব ইপ্সিতা বরুয়া, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন ফাউন্ডেশনের যুব শক্তির অসম প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ ত্রিনয়ন কোচ, গুয়াহাটি মহানগর সাংগঠনিক সম্পাদক নিহারেন্দ্র শর্মা। এর পর অনুষ্ঠানে জনসংখ্যা ফাউন্ডেশনের একটি গান উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে অসমের ওদালগুড়ি থেকে করিমগঞ্জ, ধুবড়ি থেকে শদিয়া পর্যন্ত গোটা রাজ্য জুড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ভারত মাতার প্রতিকৃতির সামনে জনসংখ্যা সমাধান ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা এবং সমর্থকরা জাতীয় পতাকার সামনে ভারতীয় সংস্কৃতি, গৌরব, সমাজ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির লক্ষ্যে নিঃস্বার্থভাবে আজীবন কাজ করে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করেছেন।

সব শেষে সংগঠনের কর্মকর্তারা শান্তি মন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

কাতি বিহুর দিন কাজিরঙায় ধানের খেতে প্রদীপ জ্বালালেন কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা

কাজিরঙা (অসম), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : অতিমারি কোভিড আবহে শনিবার সারা রাজ্যে অনাড়ম্বরভাবে পালিত হয়েছে কঙালি (কাতি) বিহু বা কার্তিক সংক্রান্তি। এদিন কাজিরঙার ধানের খেতে গিয়ে হাজির হন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা। ধান খেতে নিজের হাতে প্রদীপ জ্বালান তিনি। চলতি বছরে তিন-তিনবার বন্যার কবলে পড়েও 'এনপিএইচ ৮৮৯৯' নামের ধানের সহজাত প্রজাতির ভালো ফসল হয়েছে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কৃষিমন্ত্রী বরা।

এর আগেও আষাঢ় মাসে কাজিরঙার ভুগিবঢ়ানিতে বোকাখাত মহকুমা কৃষি বিভাগের আয়োজিত শস্য রোপণ উৎসবে চাষিদের সঙ্গে কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা খেতে নেমেছিলেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আজকের দিনেই কৃষকরা চাষের খেতে প্রদীপ জ্বালিয়ে মা লক্ষ্মীর কাছে ভালো শস্য ফলনের জন্য প্রার্থনা করেন। গ্রামগঞ্জের বউ মেয়েরা খেতে বাঁশের আগায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ভালো শস্য ফলনের জন্য মা লক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা করেন। এছাড়া প্রতিটি বাড়ির উঠোনে তুলসী তলায় প্রদীপ প্রজ্বলন করেন গিন্নিরা। তুলসী তলা লেপে সেখানে তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে সমস্ত অশুভ বিনাশ এবং শুভ শক্তির জয় কামনা করে প্রার্থনা করেন তাঁরা। গ্রামের মেয়ে বউদের আশার প্রদীপ ধানের খেতকে আলোকিত করে তুলে। বিভিন্ন জায়গায় আকাশপ্রদীপও জ্বালানো হয়। চালতার মধ্যেও প্রদীপ জ্বালিয়ে ধনলক্ষ্মীকে পুজোর্চনা করা হয়। কংক্রিটের মহানগরে কঙালি বিহু খুব একটা বোঝা না গেলেও মঙ্গলদৈ, মরিগাঁও, গোলাঘাট সমেত উজান অসমের সব জেলায় কঙালি বিহু পালন করা হয়। এদিন সকাল থেকেই বাজার ফলমূল, ধূপ, প্রদীপ কিনতে ক্রেতাদের ভিড়ে জমজমাট ছিল পরিবেশ।

বকেয়া টাকা না পেয়ে কর্মবিরতি শুরু করল ঝাড়গ্রামের পানীয় জল প্রকল্পের কর্মীরা

ঝাড়গ্রাম, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে বকেয়া টাকা না পেয়ে পুজোর আগে কর্মবিরতি শুরু করল জনস্বার্থ কারিগরি দফতরের অধীনে থাকা পানীয় জল প্রকল্পের কর্মীরা। শনিবার থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার আটটি ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা এই পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কর্মীরা কর্মবিরতি শুরু করেছেন। তাদের অভিযোগ কোথাও সাত, আট, আবার কোথাও বা বারো, চৌদ্দ এমনকি কোন ব্লকে প্রায় তেইশ মাস পর্যন্ত কর্মীরা তাদের বেতন পাননি। এই পুজোর প্রাক্কালে কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। তাই এক প্রকার বাধ্য হয়ে আমরা এই কর্মবিরতি শুরু করেছি।

এবিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা পি এইচ ই র সভাপতি সঞ্জয় প্রতিহার বলেন,' ২০১৭ সালে পি এইচ ই ডিপার্টমেন্ট থেকে পঞ্চায়েতের হাতে হস্তান্তর হয়ে যায়। তার পর থেকেই বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন ভাবে সমস্যায়

ছয়ের পাতায়

শনিবার আগরতলায় সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বেলা হাদিদ গর্বিত ফিলিস্তিনি

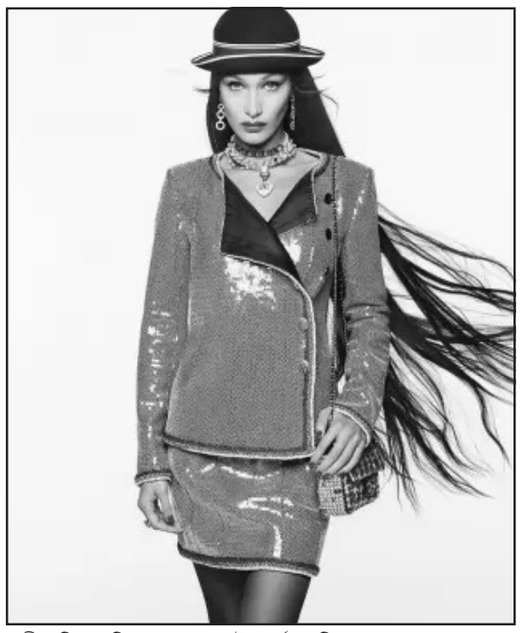

প্রাচীন গ্রিক গণিত অনুসারে সৌন্দর্যের পরিমাপ করা হয় 'গোল্ডেন রেশিও অব বিউটি পাই স্ট্যান্ডার্ড' দিয়ে। এ পরিমাপে ৯৪ দশমিক ৩৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন ২৩ বছর বয়সী সুপারমডেল বেলা হাদিদ। অর্থাৎ রীতিমতো অঙ্ক কষে তিনিই বিশ্বের সেরা সুন্দরী। শুধু তা-ই নয়, এর আগে কোনো নারী এত নম্বর পাননি! অন্যদিকে মডেলস ডটকম নানা হিসাব-নিকাশ করে বিশ্বের সেরা মডেলদের তালিকার একেবারে প্রথম সারির একজন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ফিলিস্তিন-ডাচ-মার্কিন এই মডেলকে।সম্প্রতি বেলা হাদিদ ইনস্টাগ্রামে তাঁর বাবার পাসপোর্টের ছবি শেয়ার করেছেন। সেখানে জন্মস্থানের জায়গায় লেখা, ফিলিস্তিন। এই ছবি ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করে বেলা ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমি একজন গর্বিত ফিলিস্তিনি।' আর ইনস্টাগ্রাম করেছে কী, সেই ছবি নিজ দায়িত্বে ডিলিট করে ফেলেছে। এতে বেজায় খেপেছেন বেলা। নিজের মার্কিন পাসপোর্টের ছবি তাঁর ৩ কোটি ১৫ লাখ ভক্তের সঙ্গে শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমি কেবল বলেছি, আমার বাবার জন্ম ফিলিস্তিনে। সেই "অপরাধে" ইনস্টাগ্রাম আমার পোস্ট মুছে ফেলল? কোন অধিকারে? তাহলে কি ফিলিস্তিনের মানুষদের জন্য ইনস্টাগ্রাম নয়? এভাবে মানুষকে চুপ করিয়ে রাখা যায় না। এভাবে ভৌগোলিক সীমানা থেকে ইতিহাস আর বর্তমানকে মুছে ফেলা যায় না।'এমন পোস্টের পর পরিস্থিতি বুঝে ইনস্টাগ্রাম কর্তৃপক্ষের এক মুখপাত্র দুঃখ প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়েছেন। ওই বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমাদের ভুল আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। আসলে এখানে ছোট্ট ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। সে জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ইনস্টাগ্রাম মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাসপোর্টের ছবিতে পাসপোর্ট নম্বর থাকে। কিন্তু আমরা ভুলবশত খেয়াল করিনি যে পাসপোর্ট নম্বর ঝাপসা করে দেওয়া হয়েছিল। এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।'

যেমন জীবনসঙ্গী চান রাকুল

বিয়ে নিয়ে মোটেও অনীহা নেই রাকুল প্রীত সিংয়ের। বরং 'বিবাহ' নামক রীতিকে রীতিমতো সম্মান করেন কন্নড়, তামিল, তেলেগু ছবি থেকে বলিউডে আসা এ তারকা। এ ব্যাপারে তিনি এ যুগের নায়িকাদের থেকে ব্যতিক্রমই বলতে হয়। এমনকি কেমন সঙ্গী চান, এ ব্যাপারেও খোলামেলা রাকুল।বিয়ের প্রসঙ্গ এলে বলিউড নায়ক-নায়িকারা সাধারণত উল্টো পথে হাঁটেন। এমনকি অনেকে বিয়ে থেকে বন্ধুত্বেই বেশি আস্থা রাখেন। বিয়ে তাঁদের কাছে অতিরিক্ত চাপ আর অযথা জটিলতা ছাড়া কিছু নয়। তবে এ ব্যাপারে 'কিক টু', 'দে দে প্যায়ার দে'খ্যাত ২৯ বছর বয়সী রাকুলের চিন্তাভাবনা আলাদা।'আমি সব সময় প্রেমে আর বিয়েতে বিশ্বাসী। আর আমার কাছে এটা সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মূল্যবান সম্পর্ক। আমি বুঝতে পারি না, মানুষ বিয়েকে এত চাপ হিসেবে কেন দেখে। অনেকের তো বিয়ে শব্দটাতেও অ্যালার্জি। কেউ যখন কাউকে ভালোবাসে, তখন নিজেকে উজাড় করে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েই ভালোবাসে। আর আমি এই চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী।' বিয়ে নিয়ে রাকুলের ভাষ্য এমনই। কেমন জীবনসঙ্গী চান? এর উত্তরে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার রাকুল হাসতে হাসতে বলেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমার জীবনসঙ্গীকে লম্বা হতে হবে। এমনকি হাই হিল জুতা পরেও যেন তাকে দেখার জন্য আমাকে মাথা উঁচু করতে হয়। আর আমি চাই, আমার সঙ্গী যেন বুদ্ধিমান হয়। আর শেষ গুণটি হলো, তার জীবনের যেন সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকে।'রাকুল প্রীতকে এরপর দেখা যাবে হিন্দি 'অ্যাটাক' ও 'চলে চালো' ছবিতে। তা ছাড়া 'আয়ালান' ও 'ইন্ডিয়ান টু' নামেও দুটি তামিল ছবিতে দেখা দেবেন তিনি।

'মৃত্যু আছে বলেই জীবন এত সুন্দর'

অ্যাকশন দৃশ্যগুলো যেন শার্লিজ থেরনের জন্যই নির্মিত হয়! হলিউডের অ্যাকশন ছবিতে তিনি এতটাই প্রাসঙ্গিক। গতকাল নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন অ্যাকশন ছবি দ্য ওল্ড গার্ড। এ ছবিতে শার্লিজের চরিত্রটির মৃত্যু নেই। পিপল ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অস্কারজয়ী এই তারকা কথা বলেছেন নতুন এ ছবি নিয়ে।শার্লিজ বলেন, 'আমরা এ চরিত্রকে বোঝার জন্য অনেক সময় দিয়েছি। যে মানুষের মৃত্যু নেই, আমি রাতের পর রাত তার জীবন নিয়ে ভেবেছি। আমার মনে হচ্ছে, অমর মানুষের জীবন দুঃখ, একাকিত্ব ও যন্ত্রণায় ভরপুর। মৃত্যুকে আমরা এত ঘৃণা করি, অথচ মৃত্যু আছে বলেই জীবন এত সুন্দর। ছবিটা দর্শকদের এ সত্য উপলব্ধি করাবে।'২০১৯ সালের সর্বোচ্চ রোজগেরে তারকাদের অন্যতম শার্লিজের উপলব্ধি, অমর মানুষ এমন একজন ক্লান্ত পথিক, যিনি পৃথিবীর বুকে হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। ভালোবেসে তিনি যত মানুষকে জড়িয়ে ধরেছেন, সবাই তাঁকে ছেড়ে গেছে চিরতরে। বিশ্বের ক্রমাগত বদলে যাওয়ায় হতাশা তাঁকে চেপে ধরেছে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি ভোরের নতুন সূর্য তাঁর কাছে অর্থহীন।নেটফ্লিক্সের বিপুলসংখ্যক ভারতীয় দর্শকের কথা ভেবে শার্লিজ কথা বলেছেন একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমের সঙ্গেও। নারীপ্রধান অ্যাকশন সিনেমা দেখে দর্শকের চোখ কতটা অভ্যস্ত?

হিন্দুস্তান টাইমস—এর এ প্রশ্নে শার্লিজের জবাব, 'এটা একেবারেই ভুল শঙ্কা। দিন শেষে গল্প আর নির্মাণশৈলীই গুরুত্বপূর্ণ। মারপিট নারী করল নাকি পুরুষ, সেটা একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর এ প্রশ্ন কিন্তু সেক্সিস্ট। হ্যাঁ, চিত্রনাট্য, পরিচালনা, প্রযোজনার ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের উপস্থিতিতে নারীদের অ্যাকশন দৃশ্যে কম দেখা গেছে। কিন্তু দর্শক গ্রহণ করবে না, এটা একেবারেই অবান্তর।'

দিবা নার্গিস কি অভিনয় ছেড়েই দিলেন

নব্বই দশকের শুরুর দিকে টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন দিবা নার্গিস। 'পাথরসময়' ধারাবাহিকে অভিনয় করে দারুণ সাড়া পেয়েছিলেন। অভিনয় করেছিলেন গৌতম ঘোষের 'পদ্মা নদীর মাঝি' ছবিতেও। এ দেশের প্রথম ডেইলি সোপ 'জোয়ারভাটা' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। 'কোথাও কেউ নেই', 'শোধ', 'বাবা' ইত্যাদি নাটকে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল। তাঁর বাবা প্রয়াত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আল—মামুনের প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার স্কুলে পড়েছেন দিবা নার্গিস। নাট্যদল 'থিয়েটার'—এর নাটকে অভিনয় করেছেন। মঞ্চ থেকে শিখে টিভিতে গিয়েছেন। পেয়েছেন দর্শকপ্রিয়তা।

থিয়েটার ছেড়েছেন বহু বছর আগে। টিভি না ছাড়লেও অনিয়মিত। এতটাই অনিয়মিত যে দর্শকেরা প্রায়ই তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি অভিনয় ছাড়লেন কেন! শমী, বিপাশা, মিমিদের মুখ পর্দায় কদাচিৎ ভেসে উঠলেও দিবা কেন ডুব মেরে আছেন? এই প্রশ্ন নিয়ে আমরা যোগাযোগ করি একসময়ের প্রিয় মুখের সঙ্গে। তিনি জানান, 'আমার শুরুটা হয়েছিল অভিনয় দিয়ে। সেই অভিনয়টাই বলতে গেলে করা হয় না। গত কয়েক বছরে বিজ্ঞাপনের কিছু কাজ আমি করেছি। নিয়মিত উপস্থাপনা করেছি।

বিটিভিতে একটা অনুষ্ঠান করতাম। মাছরাঙা টিভিতে ১৮-১৯ সাল জুড়ে একটা অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছি।' দিবা জানান, '১১ সালের দিকে বিটিভিতে শেষ নাটক করেছেন। সেটাও অসমাপ্ত, প্রচারিত হয়নি। মাঝখানে টুকটাক নাটক করেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন, সেগুলো তেমন আলোচনায় আসেনি। শেষ দশ বছরে করা তাঁর কাজের কথা তাঁরই ঠিকঠাক মনে নেই। যে জন্য দর্শকদের তিনি দোষারোপ করেন না। নাটক থেকে দূরে যাওয়ার কারণ উঠে আসে দিবার কণ্ঠে, 'আউট অব সাইট, আউট অব মাইন্ড। এ তো সত্যি কথা! নিজের জীবন দিয়ে আমি জেনেছি। মানুষকে প্রতিনিয়ত পর্দায় হাজির হয়ে মনে করিয়ে দিতে হয় যে আমি কিন্তু আছি। সব সময় এখন যোগাযোগ রাখতে হয়। যোগাযোগের পৃথিবী হয়ে গেছে শোবিজটা।'

দিবা জানান, শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটা হয়ে গেছে শিল্পী সংঘকেন্দ্রিক। নির্বাচনের সময় শিল্পীরা তাঁর খোঁজখবর নেন। 'বাবার সঙ্গে যাঁরা কাজ করতেন, বাবাকে ভাই ডাকতেন, আমরাও পরবর্তীকালে যাঁদেরকে "ভাই" ডাকতাম, তাঁদেরও আমাকে প্রয়োজন হয় না। এটা আমি ক্ষোভ থেকে বলছি না, এটাই বাস্তবতা', বলেন দিবা। দিবা অবাক হন যে নাটকের প্রস্তাব না এলেও কীভাবে যেন বিজ্ঞাপনের লোকদের মাথায় তিনি রয়ে গেছেন। দিবা বলেন, 'আমার কাছে নিয়মিত বিজ্ঞাপনের অফার আসে। গত এক সপ্তাহে চারটা বিজ্ঞাপনের প্রস্তাব পেয়েছি। করোনার কারণে আমি রাজি হইনি। কিছুটা অসুস্থও ছিলাম। যে জন্য আর কাজগুলো করা হয়নি।'

দিবা জানান, অভিনয় থেকে তিনি কখনোই বিরতি নেননি। 'চরিত্র যদি ভালো হয়, পার্শ্বচরিত্র হলেও আমি করব। নায়িকাই করব শুধু এমন চিন্তা ছিল না কখনো।' দর্শকেরা যে তাঁকে এখনো মনে রেখেছেন, এটা তাঁর অভিজ্ঞতায় আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'প্রায়ই মহিলা দর্শকেরা এসে আমাকে বলেন, আপা, আপনি কেন কাজ করেন না? সেটা আমার কাছে ভালো। মাছরাঙায় যখন উপস্থাপনা করতাম, বলতাম যে আপনারা এই অনুষ্ঠানটা দেখতে পারেন। তখন তাঁরা ঠিকই দেখতেন।'

অভিনয়ে ব্যস্ততার মধ্যেই ১৯৯১ সালে বিয়ে করেন দিবা নার্গিস। তাঁর স্বামী সৈয়দ একরামুল্লাহ ব্যবসায়ী। তিনি আবদুল্লাহ আল—মামুন পরিচালিত 'দুই জীবন' ছবির প্রযোজক ছিলেন। তাঁদের সংসারে দুই মেয়ে। বড় মেয়ে নদী অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে থাকেন। ছোট মেয়ে অর্পা স্কলাসটিকা স্কুলে এ লেভেল পড়ছে। অভিনয় একসময় দিবা নার্গিসের একমাত্র পেশা ছিল। ১৭ বছর ধরে তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি চাকরি করছেন। বর্তমানে তিনি শিক্ষকতা পেশায় আছেন। বেশির ভাগ সময় তিনি শিক্ষকতাই করেছেন। তাঁদের আত্মীয়—পরিজনের মধ্যে অনেকেই শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত। দিবা নার্গিসরা তিন বোন, এক ভাই। ভাই থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে। বোনেরা সবাই দেশেই আছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই একসময় অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এখন শুধু দিবার সঙ্গেই অভিনয়ের সূত্রটা রয়ে গেছে।

তখনকার সময়ের সঙ্গে এখনকার সময়ের তুলনা দিতে গিয়ে দিবা নার্গিস বলেন, 'আগে আমার সময়ের অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে একটা দূরত্ব ছিল। শুধু থিয়েটারে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বটা আটকে থাকত। এখন দেখি ফেসবুকে ব্যক্তিগত যোগাযোগটা খুব প্রবল। সবাই গ্রুপ গ্রুপ করে যোগাযোগটা রাখছেন। এটা আমার ভালো লাগে। যদিও আমি নিজে এই যোগাযেগের বাইরে। প্রচণ্ড একটা ব্যবধান হয়ে গেছে।'

কাজের পরিবেশের কথা বলতে গিয়ে দিবা বলেন, 'তখন প্রডাকশনের সবার সঙ্গে সিনিয়র শিল্পীদের একটা ব্যক্তিগত হৃদ্যতা ছিল। পরিবেশটা ছিল সেই অর্থে পারিবারিক। পেশাদারত্ব কম ছিল। এখন পেশাদারত্ব বেড়েছে। দুই শিফট কাজ করলে দুই শিফটের টাকাটা বুঝে নিচ্ছি। কিন্তু পরিবেশটা কি ঠিক থাকছে? আমি এক জায়গায় কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, নির্মাতা সেটের মধ্যে গালাগাল করছেন। তিনি আমার বাবার সমসাময়িক একজন নির্মাতার ছেলে। অথচ বাবা কখনো সেটে মুখ খারাপ করেননি। আবার উল্টো পরিবেশও পেয়েছি। যেখানে আমাকে যথেষ্ট সম্মান করা হয়েছে। যে পরিবেশটা হলে কাজ করতে অস্বস্তিবোধ থাকে না।'

আজকাল স্বজন পোষণের কথা খুব শোনা যাচ্ছে। আবদুল্লাহ আল—মামুনের মেয়ে দিবা নার্গিস। তিনি কখনো লোকের কথা শুনেছেন কি? দিবা বলেন, 'তখন মানুষের মনে এত জটিলতা ছিল না; বরং মানুষ চাইতেন সিনিয়র অভিনয়শিল্পীর ছেলে-মেয়েরা অভিনয়ে আসুক। তারা কেমন করে দেখি। আজকের মতো এত কথা তখন হতো না। শমী, বিপাশা আর আমি ছাড়া সবাই তো বাইরে থেকে এসেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। নেপোটিজমের কথা তখন বলতে শোনাই যেত না।'

দিনে দিনে ব্যস্ততা বাড়ছে প্রিয়াঙ্কার

মার্কিন মুলুকে সংসার পাতার পর 'দেশি গার্ল' প্রিয়াঙ্কা চোপড়া যেন আরও ঝলমলিয়ে উঠছেন। বলিউড, হলিউড থেকে 'দেশি গার্ল' প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এখন আমাজন প্রাইমে। এই ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা সম্প্রতি একটি 'মাল্টিমিলিয়ন' ডলারের বৈশ্বিক চুক্তি করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী, প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে এবার দেখা যাবে আমাজন প্রাইমের বেশ কয়েকটি সিনেমা আর ওয়েব সিরিজে।

৩৭ বছর বয়সী এই তারকা ভ্যারাইটিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমি শক্তিশালী নারীকেন্দ্রিক গল্পের দিকে তাকিয়ে আছি। আমাজনের সঙ্গে আমার চুক্তিটা বৈশ্বিক। এই প্ল্যাটফর্ম বিশ্বের সব মানুষের জন্য পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের গল্প বলে। বিশ্বনাগরিক হিসেবে আমিও তাই চাই। আমি হিন্দি ভাষা জানি, ইংরেজিও জানি। যেকোনো ভাষার, যেকোনো স্থানের গল্পে আমি মানানসই। তাই আমি প্রস্তুত।'এই খুশির খবর ইনস্টাগ্রামের ভক্তদের সঙ্গেও শেয়ার করতে ভোলেননি একটি জাতীয় পুরস্কার ও পাঁচটি ফিল্মফেয়ার---জয়ী এই বিশ্বসুন্দরী। ভ্যারাইটির খবর শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'হ্যাঁ! আমরা এটা ঘটিয়েছি। আমি সম্মানিত আর গর্বিত। অত্যন্ত খুশির সঙ্গে আমার ভক্তদের সঙ্গে খবরটি ভাগ করে নিতে চাই। আমাজন একটা চমৎকার বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম। তারা কাঁটাতার ছাড়িয়ে মেধাবীদের যুক্ত করে, ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে চমৎকার বৈচিত্র্যময় আর শক্তিশালী সব গল্প সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। তারা জানে, ভালো কাজের কোনো সীমানা হয় না।'

অভিনয়ের পাশাপাশি 'পার্পল পেবল পিকচার' নামে একটা প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও আছে প্রিয়াঙ্কার। সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, 'অভিনয়শিল্পী ও প্রযোজক হিসেবে আমি সব সময় এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছি, যা কোথাও আটকে না থেকে সমগ্র বিশ্বের মানুষের কথা বলে, পৃথিবীর সব মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ভাষা বা ভৌগোলিক অবস্থান দিয়ে যে গল্পগুলোকে আটকে রাখা যায় না, আমাজন এ রকম একটি প্ল্যাটফর্ম। এখান থেকে এখন আমি এমন সব কাজ করব, যেগুলো কেবল বিনোদন দেয় না বরং দর্শকের চিন্তার জগৎকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায়, নতুনভাবে আরও ভিন্নভাবে ভাবতে শেখায়। ২০ বছরের ক্যারিয়ার শেষে, ৬০টির বেশি সিনেমা করার পর আমার উপলব্ধি, আমি এখন বিনোদনমূলক আর শিল্পী হিসেবে দায়িত্বশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত হব। আর আমার মনে হয়, আমি সে পথেই এগোচ্ছি। যেখানে দিন শেষে কেবল বিনোদনই শেষ কথা নয়।'

অন্যদিকে আমাজন প্রাইমের সঙ্গে মাল্টিমিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক চুক্তির পর শোনা গেল ম্যাট্রিক্স ফোরে দেখা দেবেন ৩৭ বছর বয়সী প্রিয়াঙ্কা। হলিউডের সবচেয়ে বড় (বাজেট অর্থে) আর সবচেয়ে সফল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর ভেতর অন্যতম ম্যাট্রিক্স। ক্যারি-অ্যান মস, ইয়াহিয়া আবদুল মতিন টু, নেইল প্যাট্রিক হ্যারিসদের পাশাপাশি 'ম্যাট্রিক্স ফোর'---এ অংশ নিচ্ছেন প্রিয়াঙ্কাও। চেনা 'নিও' রূপে ফিরছেন কিয়ানু রিভস। আর 'ট্রিনিটি' চরিত্র নিয়ে সঙ্গে আছেন সহ-অভিনয়শিল্পী কেরি-অ্যান মস।

ম্যাট্রিক্সে প্রিয়াঙ্কার খবর বাসি না হতেই এবার জানা গেল, গার্লস আপ ফাউন্ডেশনে যাঁরা বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত, সেই তালিকায় মিশেল ওবামা ও মেগান মার্কেলের সঙ্গে আছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও। ১৩ থেকে ১৫ জুলাই অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা উপস্থিত হবেন বলেও কথা রয়েছে। এই লিডারশিপের মূল লক্ষ্য নারী—পুরুষের বৈশ্বিক বৈষম্য দূর করে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

অবশ্য হলিউডে গিয়ে বলিউডকে ভুলে যাননি এই বিশ্বসুন্দরী। আমাজন প্রাইমের একাধিক সিনেমা ও ওয়েব সিরিজ, 'ম্যাট্রিক্স'---এর চতুর্থ কিস্তি, অনলাইনের গার্ল আপ লিডারশিপ প্যানেল ছাড়াও তাঁকে দেখা যাবে বলিউডের ছবিতে, 'দ্য হোয়াইট টাইগার'—এর রিমেকে, রাজকুমার রাওয়ের বিপরীতে।

শনিবার আগরতলায় সিপিএম পার্টি অফিসে উত্তেজনা ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশী নজরদারী। ছবি- নিজস্ব।

ধুবড়ির ভারত-বাংলা সীমান্তে ইঞ্জিনচালিত নৌকা বোঝাই ১৬টি চোরাই গরু উদ্ধার, গ্রেফতার চার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদে অভিযান চালিয়ে ফের একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকা বোঝাই ১৬টি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে চার গরু পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের যথাক্রমে দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকার মুঠাখোয়া গ্রামের তাদের আলির ছেলে সাইদুল ইসলাম (২০), গোলাপ উদ্দিনের ছেলে বাহার আলি (৪০), নুর আলির ছেলে পহচান আলি (২৫) এবং শুকুর আলির ছেলে সাইদুল ইসলাম (২৩) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ শালমারা থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই) আহমেদ আলির নেতৃত্বে আজ শনিবার ভোরে বংশীরচর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের অভাযানকারী দলটি নদের ওপর ইঞ্জিন চালিত নৌকায় চোরাই গরু সমেত চার পাচারকারীকে আটক করে। এর পর আজই দুপুরের দিকে চার ধৃতকে ধুবড়ি আদালতে পেশ করা হয়। আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ধুবড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গরু পাচারকারীর একটি চক্র বিএসএফ জওয়ানদের চোখে ধুলো দিয়ে বাংলাদেশে গরু পাচার করে। এর আগেও বহুবার পুলিশ এবং বিএসএফ-এর হাতে গরু সমেত পাচারকারীরা ধরা পড়েছে। সীমান্ত এলাকায় কড়া নিরাপত্তা বাহানী থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে গরু পাচার পুরোপুরি ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার দক্ষিণ শালমারা থানার পুলিশ বাংলাদেশে পাচারের পথে ১৩টি গরু উদ্ধার করেছিল। গরুগুলি ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে বাংলাদেশে পাচারের সময় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সঙ্গে গরু পাচারে ব্যবহৃত যন্ত্রচালিত একটি নৌকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তবে পুলিশ দেখে ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ মেরে পালিয়েছ গরু পাচারকারীরা। এর আগে মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) ধুবড়ি জেলারই ফকিরগঞ্জ থানা এলাকার মাটিফাটায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে অভিযান চালিয়ে একটি যন্ত্রচালিত নৌকা বোঝাই চোরাই ৫০টি গরু সহ জনৈক শুকুর আলি (৩৮) নামের পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছিল দক্ষিণ শালমারা পুলিশ।

প্রশাসনিক এসওপি মেনেই প্রস্তুতি নিচ্ছে করিমগঞ্জের দুর্গাপুজো কমিটিগুলি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : জেলা প্রশাসন কর্তৃক জারি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি) মেনেই করিমগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলে প্যান্ডাল নির্মাণের কাজ তুঙ্গে। পুজোর কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছে। হাতে মাত্র আর পাঁচদিন। আগামী বৃহস্পতিবার দেবীর বোধন। কিন্তু বাজারে নেই কেনাকাটার ধুম। জনমনেও নেই তেমন কোনও উৎসাহ উদ্দীপনা। সর্বত্র যেন করোনাসুরের কারণে নীরব নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

করোনাসুরের সঙ্গে লড়াই করে একটু উপার্জনের আশায় মৃৎশিল্পী, প্যান্ডাল তৈরির কারিগর সহ আলোকসজ্জার সঙ্গে জড়িতরা এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ঢাকিরা কাঠিতে শান দিচ্ছেন। করোনার প্রকোপ, অভাব-অনটন, বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ঘন ঘন পাওয়ার কাট সহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জবাসী আনন্দময়ীর আগমন উপলক্ষ্যে ধীরে ধীরে মানসিকভাবে তৈরি হওয়ার চেষ্টা করছেন।

'মা' এ বছর আসছেন করোনা আবহের মধ্যেই। সেজন্য করিমগঞ্জ জেলাবাসীকে মেনে চলতে হবে বেশকিছু কঠোর বিধি নিষেধ। সরকারি নির্দেশে জেলা প্রশাসন যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর জারি করেছে, তাতে স্পষ্ট বলা রয়েছে, নিজের উদ্যোগেই সুরক্ষা বিধি বজায় রাখতে হবে। একজন যদি সুরক্ষা বিধি মেনে চলেন, তা হলে অন্যজনও সুরক্ষা বিধি মেনে চলতে বাধ্য। পুজো উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, প্যান্ডালে যেন একসাথে ৩০ জনের বেশি দর্শনার্থীর ভিড় না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। প্যান্ডালের প্রবেশপথে থার্মাল স্ক্যানার এবং অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি, প্রত্যেক দর্শনার্থী যাতে মুখে মাস্ক লাগিয়ে মণ্ডপে ঢোকেন, সেদিকেও খেয়াল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া দুর্গা মণ্ডপের প্রবেশপথ এবং প্রস্থানের পথ আলাদা আলাদা রাখতে হবে। সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে, নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে হবে করোনা সংক্রমণের হাত থেকে। যদি, এই পরিস্থিতিতে জেলাবাসী বেপরোয়াভাবে চলতে শুরু করেন, তাহলে অপ্রতিরোধ্য করোনা সংক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এদিকে করোনা আবহে এ বছর করিমগঞ্জ জেলায় বারোয়ারি পুজোর সংখ্যা নিতান্তই কম। প্রতিটি পুজো কমিটি চিন্তায়। হাতেগোনা যে কয়টি বারোয়ারি পুজো হচ্ছে, কমিটির কর্মকর্তাগণ অতি সন্তর্পণে পূজার প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এ বছরের পুজোয় আরও বেশ কিছু নিয়মবালি বেঁধে দেওয়া হয়েছে বলেও প্রাথমিক ভাবে জানানো হয়েছে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে। এতে পুজোর বাজেট অনেকটাই কাটছাট করা হয়েছে। জেলা সদরে এবার কোনও বিগ বাজেটের পুজো নেই।

বাজেটে কাটছাট করে আগামী দিনে করোনা আবহে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটির কর্মকর্তাগণ। তবে করোনার সঙ্গে লড়াই করে আগামী বছর পুরনো ছন্দেই দুর্গোৎসবে শামিল হবেন উৎসবপ্রিয় বাঙালিরা।

তিনদিনের সফরে কেরলের ওয়ানাড যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): দেশজুড়ে করোনা এখনো প্রশমিত হয়নি।নতুন করে কেরলে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।মহারাষ্ট্রের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কেরল। এমন পরিস্থিতিতে নিজের লোকসভা কেন্দ্র ওয়ানাডে যাবেন রাহুল গান্ধী। আগামী ১৯ অক্টোবর তিনদিনের কেরলের ওয়ানাড সফর শুরু করবেন রাহুল গান্ধী। রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি জারি করে দলের তরফ থেকে রাহুল গান্ধীর সফর সূচি জানানো হয়েছে। ওয়ানাডের করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তিনি কেরল সফরে যাচ্ছে রাহুল গান্ধী। ১৯ অক্টোবর সকালে দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে করে কেরলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন দলের প্রাক্তন সভাপতি। সেইদিন করোনা পরিস্থিতি নিয়ে সমীক্ষা বৈঠক করবেন তিনি। ২০ অক্টোবর জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করবেন রাহুল। ২১ অক্টোবর জেলা হাসপাতাল মাথানবাড়ি যাবেন।সেখানে গিয়ে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন তিনি।এরপর সেখান থেকে কুন্নুর বিমানবন্দরে যাবেন। সেখান থেকে বিশেষ বিমানে করে কেরল ফেরত আসবেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কেরলে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৭২৮৩। রাজ্যের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

সুশান্তের মুখের আদলে কার্তিক তৈরি হচ্ছে কেষ্টপুর মাস্টারদা স্মৃতি সঙ্ঘের পুজোয়

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতকে সম্মান জানাতে এবার সেজে উঠছে কেষ্টপুর মাস্টারদা স্মৃতি সংঘের পূজো মন্ডপ। এবারে এই ক্লাবের কার্তিক ঠাকুরের মুখ তৈরি হচ্ছে সুশান্তের মুখের আদলে। ফটো চিত্রেও সুশান্তের মুখ দেখা যাবে। অর্থাৎ কার্তিক রূপেই সুশান্তকে সাজিয়ে তুলতে চাইছে কৃষ্টপুর মাস্টারদা স্মৃতি সংঘ।

কেষ্টপুর মাস্টারদা স্মৃতি সংঘের এই ভাবনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সুশান্তের দিদি শ্বেতা। ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলের ছবি পোস্ট করে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন ক্লাব কর্তাদের এই ভাবনাকে।

গত ১৪ জুন বান্দ্রায় সুশান্তের নিজের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল তার ঝুলন্ত দেহ। মৃত্যুর পর থেকেই খুন না আত্মহত্যা তা নিয়ে জলঘোলা হয়েছে বিস্তর। আপাতত এই মৃত্যুর পর তদন্তভার গিয়েছে সিবিআই এর কাছে।

ঝাড়্গাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হল রোড ম্যাপ

ঝাড়্গাম, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : ঝাড়্গাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত করা হল রোড ম্যাপ বা পথ নির্দেশিকা। শনিবার ঝাড়্গাম পুলিশ লাইনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই রোড ম্যাপ বা পথ নির্দেশিকার উদ্বোধন করেন ঝাড়্গাম জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর।

ঝাড়্গ্রাম জেলার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পুজার স্থানগুলি যাতে জেলাবাসী সহজেই বুঝতে পারেন এবং পৌছ যেতে পারেন তার জন্য এই পথ নির্দেশিকা।

এদিন ঝাড়্গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর আবরণ উন্মোচন করে উদ্বোধন করেন পথ নির্দেশিকাটির।পুলিশ লাইনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গ্রামের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (সদর)মির সাকিব আলি,এসডিপিও সহ আরো অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা।উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গ্রাম পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের সদস্য ,পুর সভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান দূর্গেশ মল্লদেব,ঝাড়্গ্রাম বনদফতরের ডিএফও বাসবরাজ হলেইচ্ছি সহ প্রমুখ। এদিন পুজার পথ নির্দেশিকা উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তরা প্রত্যেকেই স্বাস্থ্য বিধি মেনে পুজার আনন্দ নেওয়ার কথা বলেন।

ঝাড়্গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার তার বক্তব্যে বলেন "মাস্ক , স্যানিটাইজার ব্যবহার করে পুজার মন্ডবে যেতে হবে।স্বাস্থ্য বিধি গুলি মেনে চলতে হবে।নিজেকে ভাল রখার পাশাপাশি অন্যকে ভাল থাকতে দিতে হবে।আমাদের এই জায়গার শান্তী ও ভালবাসাকে ধরে রাখতে হবে।"

উল্লেখ্য কয়েক দিন আগেই ঝাড়্গ্রাম শহরের সাতটি পুজা মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে।

ঝাড়্গ্রাম শহর সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকেই বেশ অনেক গুলি বড় সর্বজনিন দুর্গা পুজা হয়।ওই সব পুজা গুলি দেখতেও প্রচুর মানুষের সমাগম হয় মন্ডপ গুলিতে।

এবার কভিট পরিস্থিতিতে যাতে মানুষ সব রকম স্বাস্থ্য বিধি গুলি মেনে নিয়ে মন্ডপে যান তার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে বারে বারে বার্তা দেওয়া হচ্ছে।

এদিন পুলিশের পথ নির্দেশিকাতে জেলা পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন নম্বর গুলি দেওয়া রয়েছে।থানা,ট্রাফিক পুলিশ,কন্ট্রোল রুম সহ মহিলাদের সুবিধার জন্য হেল্প লাইন নম্বর দেওয়া রয়েছে।পুজায় যাতে মানুষ মেতে উঠতে পারেন তার জন্য পুলিশ সর্বদা পাশে রয়েছে বলে জানান আধিকারিকেরা।

স্ট্যান স্বামীর মুক্তির দাবিতে কলকাতায় সমাবেশ

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : ৮৩ বছরের ফাদার স্ট্যান স্বামীর অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে শনিবার বিকেলে কলকাতায় একটি পদযাত্রা বার হয়। মহারাষ্ট্রের ভীমা কোরেগাঁও হিংসা মামলায় স্ট্যান স্বামী-সহ আট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সম্প্রতি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

২০১৮ সালের মামলায় ফাদার স্ট্যান স্বামীকে গত ৮ অক্টোবর রাতে ঝাড়খণ্ডের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গ্রেফতার করে এনআইএ। আদিবাসী অধিকার নিয়ে লড়াই করা এই সমাজসেবীকে এর আগেও বহুবার ওই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

শনিবার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সামনে থেকে মিছিল বার হয়ে যায় পার্ক স্ট্রিট ও ক্যামাক স্ট্রিটের সংযোগস্থলে মাদার টেরিজার মূর্তির পাদদেশে তৈরি অস্থায়ী মঞ্চে। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রেভারেন্ড ডঃ ফেলিক্স রাজ এবং মাদার টেরিজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান অ্যান্টনি অরুণ বিশ্বাস। ওঁরা ছাড়াও পদযাত্রায় ছিলেন কলকাতার আর্চ বিশপ টমাস ডিসুজা, 'ভাইকার জেনারেল অফ ক্যালকাটা' ডমিনিক গোমেস, নাখোদা মসজিদের ইমাম মহম্মদ সাতিক প্রমুখ।

স্টেন স্বামীকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। মাদার টেরিজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডেভিড পাত্র 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, এ দিনের পদযাত্রায় কোনও শ্লোগান-প্ল্যাকার্ড ছিল না। তবে, তাঁদের বুকে ছিল মাদার টেরিজার ছবি-সহ ব্যাজ। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী সিস্টারদের দুটি সংগঠনের কিছু প্রতিনিধি অংশ নেন মিছিলে। মঞ্চে বক্তারা অবিলম্বে স্টেন স্বামীর মুক্তির দাবি করেন।

প্রসঙ্গত ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ফাদার স্টেন স্বামীকে ফেতারের জন্য বিজেপি সরকারের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, যিনি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং আদিবাসীদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছেন, কেন্দ্রের সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে কি বার্তা দিতে চায়? বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ জানিয়েছেন, "আদিবাসীদের অধিকারের দাবিতে স্ট্যান স্বামী আজীবন লড়াই করেছেন। এই ঘটনার পিছনে মোদী সরকারের নিঃশব্দ দমন করার প্রচেষ্টা রয়েছে। কারণ তাঁর শাসনকালেই ওই এলাকার খনি সংস্থাগুলি আদিবাসীদের জীবন ও জীবিকার কেড়ে নিয়ে তাদের মুনাফার দিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে এসেছে।" অন্যদিকে, এনআইএ স্টেন স্বামীকে শহুরে নকশাল অপারেটর হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছে যে তিনি মাওবাদীদের কাছ থেকে টাকা নেন। তাঁর বাসভবন থেকে নকশাল সাহিত্য উদ্ধার হয়েছে।

ফুলবাড়িতে বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : শিলিগুড়ির ফুলবাড়ির ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর এলাকায় বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত বৃদ্ধার নাম দিপালী ভৌমিক(৭০)।ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে। মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, দিপালী দেবী এদিন সকালে পুজো দেওয়ার নাম করে ঘরের ভেতরে ঢুকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। এরপর বহুক্ষণ বৃদ্ধা দরজা না খুললে সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের।এরপর প্রতিবেশীদের সাহায্যে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলে বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা। এরপর খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

দুর্গাপূজায় সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরব এসইউসিআই(সি)

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : দুর্গাপূজা এবং তাকে ভিত্তি করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে সরব হল এস ইউ সি আই(সি)।

দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য শনিবার এক বিবৃতিতে বলেন, "করোনা-অতিমারী ও তজ্জনিত দীর্ঘ লকডাউনের ফলে যখন জনজীবন বিপর্যস্ত, বিশেষ করে গরীব মানুষের রুটি-রুজি বাস্তবে বন্ধ, একের পর এক শিল্প-কারখানায় ঝাঁপ পড়ছে ও বেকারি বাড়ছে তখন দুর্গাপূজো ও সেই সম্পর্কিত নানা বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ নিম্নবিত্ত মানুষ যাদের এই সময় কিছু উপার্জন হয় তাদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করাটা অত্যন্ত জরুরী ছিল। কিন্তু খুব বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তা না করে তাদের নেতা-মন্ত্রীরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের স্বার্থে এই উৎসবকে কতটা ব্যবহার করা যায় তার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন।

আগে ইমামভাতা ও সাম্প্রতিক পুরোহিতভাতা প্রদানের ঘোষণার কারণও একই। ক্লাবগুলিকে আর্থিক অনুদান বাস্তবে একই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। অথচ উৎসবের এই দিনগুলিতে সংক্রমণ প্রবলভাবে বাড়ার সম্ভবনা থাকলেও তা প্রতিরোধে কার্যকরী কোন ব্যবস্থার উল্লেখ সরকারগুলির তরফে নেই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস উৎসবের এই মাসে সার্বজনীন পূজার সংগঠকরা সংক্রমণ-বৃদ্ধি প্রতিরোধে এবং রাজ্যের গরীব মানুষদের সাহায্যে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন"।

নকশালবাড়িতে ১৮ জনকে জমির পাট্টা প্রদান

নকশালবাড়ি, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি ব্লকের লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে শনিবার ১৮ জনকে জমির পাট্টা প্রদান করা হল।

এদিন পাট্টা বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ির বিডিও বাপী ধর, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অমর সিনহা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বহুদিন ধরেই লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষেরা পাট্টার দাবী করে আসছিল।সেই দাবী মেনেই এদিন ১৮ জনকে পাট্টা প্রদান করা হয়।

২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ৩৮৬৫জন

কলকাতা, ১৭অক্টোবর (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে কমল সুস্থতার হার। এদিকে একইসঙ্গে ফের বাড়ল দৈনিক সংক্রমন। নতুন করে তৈরি হল আক্রান্তের রেকর্ড। শনিবার নতুন করে করোনা সংক্রমিত হয়েছেন ৩৮৬৫জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩১৮৩জন। মৃত্যু হয়েছে ৬১ জনের। গতকালের থেকে কমেছে দৈনিক মৃত্যু। এদিকে ফের বেড়েছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.০৩ শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। শনিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩হাজার ১২১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩লাখ ১৭হাজার ৫৩জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ৭৭হাজার ৯৪০জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৫৯৯২জনের। এদিকে ফের কমেছে রাজ্যে সুস্থতার হার। এখন রাজ্যে সুস্থতার হার ৮৭.৬৬ শতাংশ।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরেও রেকর্ড সংখ্যক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। ৭৮৪ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন কলকাতায়। তাই শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯হাজার ৩১টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬০৮জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৯হাজার ৭১১জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছে শহরে ১৫জন। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৯৭১জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৭৩৪৯জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৯২জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬১৭জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৩ হাজার ৪২৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩৯লাখ ৪৭হাজার ৭৫০টি। এখন রাজ্যে ৯২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

অগ্নিসুরক্ষা বিধি না মেনে বসবাস করলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার নির্দেশ পুরমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): এবার থেকে শহর কলকাতার যেই সকল বাড়িতে অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা না মেনে বসবাস করা হবে সেই বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। শনিবার সিইএসসিকে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি অগ্নিসুরক্ষা বিধি ঠিকঠাক মানা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখার দমকলকেও নির্দেশ দেওয়া হয়।

শহরের বহু বছরের পুরোনো বাড়িগুলি বেশিরভাগই অগ্নিসুরক্ষা বিধি না মেনে তৈরি হওয়ায় সেই বাড়িগুলিতে ঘনঘন অগ্নিকান্ড ও এর ফলে মৃত্যুর মত ঘটনা ঘটছে বলেই জানান কলকাতা পুর প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম।

শুক্রবার মধ্যরাতে মধ্য কলকাতার গণেশচন্দ্র এভিনিউতে পুরোনো একটি বহুতলে অগ্নিকান্ডের প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, শহরে কয়েকশো এরকম পুরোনো বাড়ি আছে, যে বাড়িগুলিতে ওঠা, নামার জন্য একটি মাত্র সিঁড়ি ও তার তলায় একাধিক মিটার বক্স রয়েছে।

তিনি আরও জানান, মিটার বক্সগুলি থেকে বেআইনিভাবে তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগও নেওয়া হয়েছে। ফলে আগুন লাগলে বাড়ির বাসিন্দারাই বাড়ির বাইরে বেরোতে পারছেন না। তিনি বলেন, শহরের পুরোনো বহুতলগুলিতে এই ধরনের ঘটনা আটকাতে তিনি শীঘ্রই সিইএসসি ও রাজ্য দমকল দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। এরপরেই তিনি অগ্নিসুরক্ষা বিধি ঠিকঠাক মানা হচ্ছে কিনা তা দমকলকে খতিয়ে দেখার জন্য এবং অগ্নিসুরক্ষা বিধি না মেনে বাড়িতে বসবাস করলে সেই বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য সিইএসসিকে পরামর্শ দেন।

অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ আইএনটিটিইউসি'র কর্মী সমর্থকদের

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : শিলিগুড়িতে আইএনটিটিইউসি অফিস ভাঙচুরের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে এনজেপি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাল আইএনটিটিইউসি'র কর্মী সমর্থকদের।

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এনজেপি চত্বর।অভিযোগ, কয়েকজন তৃণমূল সমর্থক এনজেপি স্টেশনে কর্মরত কর্মীদের ওপর হামলা চালায় এবং ঘটনায় দুজন আহত হয়।এদিকে আইএনটিটিইউসি অফিসে ভাঙচুর চালায় বিজেপি ও রেলের অস্থায়ী কর্মীরা বলে অভিযোগ করা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। ঘটনার পরপরই এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এনজেপি থানা থেকে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী।ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতারও করে পুলিশ।তবে ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও মূল অভিযুক্তরা এখনো অধরা বলে দাবি তৃণমূলের।সেই কারণে শনিবার আইএনটিটিইউসি নেতা প্রসেনজিত রায় ও অরূপ রতন ঘোষ এর নেতৃত্বে মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এনজেপি থানায় এসে বিক্ষোভ দেখায় দলীয় সমর্থকরা।

নাগরাকাটায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত আরও ৬ জন

নাগরাকাটা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় শনিবার নতুন করে আরও ৬ করোনা আক্রান্তের হদিস মিলল। জেলায় এপর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশো করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলল।

জানা গেছে, সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের টেস্টিং সেন্টার ও হোপ চা বাগানে অনুষ্ঠিত শিবিরে

ছয়ের পাতায়

শনিবার সেবা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত হয় বস্ত্রদান। ছবি- নিজস্ব।

দুর্গাপুরে চাকরী দেওয়ার নামে প্রতারনার অভিযোগে ধৃত ১

দুর্গাপুর, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : মুম্বই পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার পরিচয় দিয়ে প্রতারনার ফাঁদ। চাকরী দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে ভুয়ো পরিচয় পত্র, জাল নিয়োগ পত্র দিয়ে প্রতারনার অভিযোগ। শেষমেশ কমিশনারেট পুলিশের জালে ধরা পড়ল বমাল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পশহর দুর্গাপুরে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম প্রসেঞ্জিত চ্যাটার্জী, বাড়ী পুরুলিয়ারা মনিহারা গ্রামে। দুর্গাপুর বেঙ্গল অম্বুজায় বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকত। শুক্রবার রাতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ তার কাছ থেকে বেশ কয়েকটি নকল পিস্তল, কিছু নিয়োগ পত্র, জাল স্ট্যাম্প উদ্ধার করেছে।

ঘটনায় জানা গেছে, অভিযোগকারী প্রবীর প্রামানিক বাঁকুড়ার শালতোড়ার বাসিন্দা। দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে তার সেলুন রয়েছে। সেখান থেকেই প্রসেঞ্জিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে পরিচয়। প্রবীরবাবু জানান,' মাস খানেক আগেই পরিচয় হয়। বিলাসবহুল গাড়ী নিয়ে আসত প্রসেঞ্জিতবাবু। নিজেকে ক্রাইম ব্রাঞ্চের বড় অফিসার পরিচয় দেয়। এবং পুলিশ ছাড়া বিভিন্ন সরকারি চাকরী করে দেবে বলে ১ লক্ষ টাকা নেয়। আরও একজনের কাছে ৯৫ হাজার টাকা নেয়। তারপর নানারকম পরিচয় পত্র তৈরী করে নিয়ে আসে। তাতে ভুল বানান দেখে সন্দেহ হয়। তাছাড়া কার্ডগুলো দেখে সন্দেহজনক মনে হচ্ছিল। তাই পুলিশে জানিয়েছিলাম।' আর তার পরই পুলিশ জাল পাতা শুরু করে। শুক্রবার অভিযুক্ত প্রসেঞ্জিতকে গ্রেফতার করে। জানা গেছে, তিনি যে গাড়ীটি ব্যাবহার করত, সেটি দুর্গাপুর পলাশডিহার একজনের কাছে ভাড়ায় নেওয়া। এদিন প্রসেঞ্জিতবাবু সাফাই দিয়ে জানান,' আসানসোলের একজন এসিপির চাকরীর নামে টাকা নিয়েছে। ট্রেনিংয়ের নামে ওই লাইটার রিভলবার গুলো দিয়েছে। প্র্যাক্টিস করার জন্য।' যদিও ডিসি অভিষেক গুপ্তা জানান,' চাকরী দেওয়ার নামে প্রতারনা চক্র। আন্তঃরাজ্য যোগ রয়েছে বলে অনুমান। কয়েকটি ইমিটেশন রিভলবার আটক হয়েছে। সেগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিছু জাল নিয়োগ পত্র। কিছু স্ট্যাম্প ও প্যাড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আদালতে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।তদন্ত চলছে।' এদিকে শনিবার ধৃতকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

উত্তরপ্রদেশ, দিল্লির নারী নিরাপত্তা নিয়ে টুইট পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশে দলিত নারীর নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে টুইট করলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও পরিষদীয়মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

শনিবার তিনি লেখেন, "উত্তরপ্রদেশে দলিত নারীর নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। মানুষ হিসাবে লজ্জিত হয়ে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ পুরো মুখে কুলুপ এঁটে আছেন বলে। আমরা আমাদের কন্যা ও বোনদের এ রকম অত্যাচারের মুখে ফেলতে রাজি নই। মহিলা নিরাপত্তা আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।'

প্রকল্পের কর্মীরা

তিনের পাতার পর

পড়েছি। গত দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে আমরা বেতন পাচ্ছি না। বিডিও, জেলা শাসক দফতরে বারে বারে আবেদন নিবেদন করেও তারা আমাদের বিষয়ে কোনও কর্ণপাত করেননি। এমনকি আমাদেরকে কোনও ভাবেই সহযোগিতাও করেনি। আর পি এইচ ই যে অনুদান দিতেন সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে। যার সরম আর্থিক সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। সামনে পুজো কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। ' জানা গিয়েছে গোটা ঝাড়্গাম জেলা জুড়ে প্রায় ৩০০ জন কর্মীরা কাজ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৮৯৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অনিয়ম

● প্রথম পাতার পর

বলেন তাদের ঋনের টাকা কিছুদিন পরে দেওয়া হবে। দেখা যায় ব্যাংক ম্যানেজার অনকসূচি দে কাঞ্চনপুর থেকে বদলি হয়ে যায়। এরপরে বাকি লোকেরা ব্যাংকে গিয়ে তদন্ত করলে দেখা যায় প্রত্যেকের নামে ১৯ হাজার টাকার উপর ঋন দেওয়া হয়ে গেছে। তারা বি পি এল শ্রেণীর লোক। এদের একাউন্টে জুমিয়া টাকা এবং বৃদ্ধ ভাতার টাকা , এম জি এন রেগার টাকা ঢুকলে সবগুলো টাকা ঋনের খাতে কেটে নেওয়া হচ্ছে। এব্যাপারে এলাকাবাসী মহকুমা শাসককে অবগত করেন। কাঞ্চনপুর থানাতে তিনটি গ্রামের লোক অভিযোগ দায়ের করেন। দীর্ঘ দিন হয়ে গেলেও তাদের এফ আই আর এখন অব্দি রেজিস্টার হচ্ছে না। অবশেষে প্রতারিতরা শনিবার মহকুমা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দাবি সনদ তুলে দেন। গ্রামের লোকজনদের অভিযোগ ব্যাঙ্কে না এসে কিভাবে তাদের নামে ঋনের অনুমোদন করে টাকা আত্মসাৎ করেন ম্যানেজার। এব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত করে যাতে ম্যানেজার অনকসূচি দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাঁর দাবি জানানো হয়।

হামলা

● প্রথম পাতার পর

করেছে সিপিআইএম।ধারাবাহিকভাবে সিপিআইএমপার্টি অফিসে হামলা এবং দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত থাকলে বিরোধী দল বসে থাকবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সিপিআইএম পার্টি অফিসে হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে আমতলী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সিপিআইএম পার্টি অফিসে হামলার ঘটনার খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করা হলেও এখন পর্যন্ত অভিযুক্তদের।অবিলম্বে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন ছাড়া দলের সামনে বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই বলে স্থানীয় নেতারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে আমতলি থানা সংলগ্ন এলাকায় সিপিএম'র পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর পরিমাণে ধারালো অস্ত্র, রড, লাঠি ইত্যাদি। সেই সাথে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পাঁচ জনকে। তারা হল, অরিন্দম বিশ্বাস, রাজকুমার চৌধুরী, সুব্রত চক্রবর্তী, নারায়ণ দেব ও সুশান্ত চৌধুরী।

মিজোরাম

● প্রথম পাতার পর

ভিলেজ কমিটির অধীনে রয়েছে। ত্রিপুরা সরকার বহুকাল আগে পর্যটন দফতরের অধীনে বেটলিংচিপে ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করেছিল। ফলে ওই এলাকায় মামিত জেলা প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারি অত্যন্ত আপত্তিজনক। তাই, আদেশ সংশোধন করে মামিত জেলা প্রশাসন ত্রিপুরার সীমানায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করুক, আবেদন জানিয়েছেন তিনি। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ওই পদক্ষেপ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ত্রিপুরা সরকার।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

করেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমাজের অবহেলিত শ্রেণির বিকাশে এবং আন্তঃঅঞ্চল এবং আন্তঃজাতির বৈষম্য হ্রাস করতে সহায়তা করবে। ফলস্বরূপ চাকমা সহ এখন পর্যন্ত অবহেলিত অংশগুলির প্রয়োজন সমাধানে সহায়তা করবে। তাঁর দাবি, প্রকল্পটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এ জাতীয় স্ক্রিপ্ট ও ভাষার বিকাশে সহায়তা করবে, যা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

নিয়মিতকরণ

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানায় টেট দ্বারা ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে যারা মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছেন তাদেরকে অতিসত্বর যেন নিযুক্ত করেন এবং পাশাপাশি বছরে দুবার টেট পরীক্ষার ব্যবস্থা করার।

রাজনৈতিক

● প্রথম পাতার পর

দিতে মামলাগুলি আবার পুনরায় উন্মোচন করে তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি প্রদানের। এই কর্মসূচি থেকে এক প্রতিনিধি দল রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এর কার্যালয়ে গিয়ে দুই দফা দাবি সনদ তুলে দেন। গনডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচীতে বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

চলবে না, পুরুষদেরও নারী নির্যাতন রোধে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সমাজ থেকে এই ব্যাধি দূরীকরণে প্রকৃত সফলতা পাওয়া যাবে।

কতদূর বলা যায়...

দুইয়ের পাতার পর

ঘটে চলেছে। উত্তপ্রদেশের পরপর কয়েকটি ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে, যোগী আদিত্যনাথের আমলে ফের প্রশাসনে উচ্চবর্ণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হাথরাসের ক্ষেত্রে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, অভিযুক্ত উচ্চবর্ণের চার যুবকের পক্ষে গ্রামে ঠাকুর সম্প্রদায়ের মহাঞ্চতায়েতের আহ্বান। সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছেন বি জে পি'র এক প্রাক্তন বিধায়ক। হাথরাসের নির্যাতিতা দিল্লির হাসপাতালে মারা যাওয়ার পর খুব স্বাভাবিকভাবে শহুরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে তোলপাড় হয়, যেমনটা কয়েক বছর আগে নির্ভয়ার ঘটনার ক্ষেত্রেও হয়েছিল। কিন্তু হাথরাসের ঘটনার প্রেক্ষিতটা সাম্প্রতিকভালে অন্য যে কোনো নারী নির্যাতনের ঘটনার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। নারী নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলিতদের উপর অত্যাচার, সামাজিক পাচ্ছি, হাথরাসের নির্যাতিতার গোটা পরিবার গ্রামের আর এক মুহূর্তের জন্যও নিরাপদ বোধ করছে না। একদিকে উচ্চবর্ণের লোকেরা জোট বেঁধেছে, অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৈরি হয়েছে চাপ। পরিবারকে বন্দি রেখে যেভাবে নির্যাতিতার দেহ সৎকার করা হয়েছে তা এক কথায় বেনজির।

প্রশাসনের তরফে চাপ দিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের বয়ান বদল করার উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশাসনের তরফে গোটা পরিবারকে একঘরে করে দেওয়া পক্ষপাতের এক নগ্ন দৃষ্টান্ত। হাথরাসের এই অভিজ্ঞতা থেকে চোখ বুজেই বলে দেওয়া যায়, পুলিশ প্রশাসন নীচুতলায় খুবই একপেশে দৃষ্টি নিয়ে চলেছে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাষ্ট্রকাঠামোর উচ্চবর্ণের এই আধিপত্যের আশঙ্কা সবসময়ই ছিল। দেশজুড়ে হইচইয়ের মধ্যেও গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকেরা যেভাবে নির্যাতিতার পরিবারটির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে সভা করল, তা খুবই উদ্বেগের। হিন্দি বলয়ের গ্রামাঞ্চলে প্রশাসনের মদতে উচ্চবর্ণের লোকদের বেপরোয়া মনোভাব এই ঘটনা দেখেয়ি দেয়। নির্যাতিতার ভাই অসহায়ভাবে সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেছে আমরা এবার গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চাই। নির্ভয়ার ঘটনার পর ধর্ষকদের পরিবার সামাজিক বয়কটের মধ্যে পড়েছিল। এখানে অভিযুক্তদের প্রতি ন্যায়ের দাবি তুলেছে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ উচ্চবর্ণ। ৫০০ জনকে নিয়ে মহাপঞ্চায়েত বসেছে। সেখানে উপস্থিত থাকছেন শাসক দলের প্রাক্তন বিধায়ক। নিঃসন্দেহে ভয়াবহ পরিস্থিতি হাথরাসের নির্যাতিতার মৃত্যুর পরের দিনই এইরকম ঘটনা উত্তরপ্রদেশের আরো এক গ্রামে। তারপরের দিন উত্তরপ্রদেশের আরো একটি গ্রামে নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে এক দলিত কন্যাকে। সবক্ষেত্রেই অভিযোগের তিন উচ্চবর্ণের দিকে।এই ভারতবর্ষের ছবিটা আমাদের অদেখাই ছিল এতদিন। এই ভারতবর্ষের ছবিটা তুলে আনল অদেখা দলিত কন্যার নির্যাতনের খবর। আসুন আমরা সবাই মিলে আরো একবার ফিরে দেখে এই ভারতবর্ষকে আর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গর্জে উঠে বলি চিৎকার করে মেয়ে, দেখি কতদূর বলা যায়....। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রমরমা গরু পাচার বাণিজ্য চলছে কমলাসাগর সীমান্তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৭ অক্টোবর।। দিন দিন বাড়ছে গরু পাচার থেকে শুরু করে নেশা পাচার বাণিজ্য। আর সেইপাচার বাণিজ্যের মদদ দিয়ে যাচ্ছে এলাকার শাসকদলের কিছু নেতাকর্মী। প্রত্যেকদিন কমলাসাগর মূল সড়ক দিয়ে নম্বর বিহীন বুলেরো গাড়ি করে গরু গুলি কইয়া টেপা সীমান্ত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। গোপন খবরের ভিত্তিতে জানা যায় গভীর রাতে গরু গুলি সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়ার ডিঙিয়ে বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়া হয়। এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা যায় কমলাসাগর মূল সড়ক দিয়ে নম্বর বিহীন একটি বোলারো গাড়ি করে গরু গুলি নিয়ে যাওয়া হয়। তারা আরো জানান গাড়িটি রাস্তার মাথা দিয়ে দ্রুতগতিতে যাতায়াত করে। যেকোনো মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ওই সময় রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল করতে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ গাড়িটি অস্বাভাবিক গতিতে চলে। তাতে নেই কোন প্রশাসনের ভূমিকা। অথচ নিত্যদিন গরু বুঝাই গাড়ি মধুপুর থানার সামনে দিয়ে যাতায়াত করে। পুলিশ বাবুদের কোনরকম ভূমিকা নেই। এলাকাবাসী জানায় পুলিশ এবং এলাকার নেতাকর্মীদের হাত ধরে গরু গুলি পাচার হচ্ছে সীমান্ত এলাকা দিয়ে। যদিও রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর নেশা কারবারি এবং পাচারকারীদের জন্য কঠোর গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় শাসকদলের নেতাকর্মী এবং প্রশাসনের লোকেরা ওই বাণিজ্যের সাথে জড়িত রয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়। তাহলে আগামী দিন এলাকার জনগণের আরো সর্বনাশের কারণ হবে।

জালাইবাড়ী বিজেপির নবনির্বাচিত মন্ডল সভাপতি নিযুক্ত অজর রিয়াং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ অক্টোবর।। ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির নবনির্বাচিত মন্ডল সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত হলো অজর রিয়াং। বিগত দিনে জোলাইবাড়ীর মন্ডল সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত ছিলো তমাল বৈদ্য। কিন্তু গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে সঠিকভাবে কাজ করতে নাপারায় জোলাইবাড়ী মন্ডল সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলো তমাল বৈদ্য। তমাল বৈদ্যের পদত্যাগে খবর ছরিয়ে পরার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির এক গুষ্টির লোকজন তমাল বৈদ্যের বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে বলে অভিযোগ। অবশেষে জোলাইবাড়ীর বিজেপির হাল ফেরাতে বাইখোড়ার কালমার বাসিন্দা অজয় রিয়াংকে মন্ডল সভাপতি হিসাবে নিয়োগ করাহয়েছে। এখন দেখার বিষয় অজয় রিয়াং জোলাইবাড়ীর লোকজনের স্বপ্ন পূরনে ও জোলাইবাড়ীতে বিজেপির হাল ফেরাতে কতটুকু সক্ষমহয়।

বাইখোড়ার ব্যাবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ অক্টোবর।। বাইখোড়া কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বাইখোড়ার ব্যাবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও ইন্সুরেন্স করানোহয়। রাজ্যসরকার ব্যাবসায়ীদের উন্নয়ন প্রকল্পে নানান পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এরই মধ্যে ব্যাবসায়ীদের উন্নয়ন প্রকল্পে চালু করা হলো মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা। এই প্রকল্পে মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদে মধ্যে ইন্সুরেন্স , ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও ঋন প্রদানের ব্যাবস্থা করাহয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীরা খোব সহজেই ঋন নিয়ে ব্যাবসা বানিজ্য করতে পারবে। আজ এক অনুষ্ঠানে মধ্যদিয়ে বাইখোড়া বাজারের ১৬৭ জন ব্যাবসায়ীকে ট্রেড লাইসেন্সে প্রদানের ব্যাবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। জানাযায় এই প্রকল্পে প্রথমপর্যায়ে ৩৪৬ জন ব্যাবসায়ীকে ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের সিদান্ত নিয়েছে জোলাইবাড়ী আরডি ব্লক। জোলাইবাড়ী ব্লক কতৃক আয়োজিত আজকে অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুভ সূচনা করেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সিমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত। উদ্ভোদকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের বিডিও ডাক্তার অভিজিৎ দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সিমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান অশোক মগ সহ অন্যান্য সন্মানিত অতিথীবৃন্দ।

অভয়নগরে বিস্তর পরিমান মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। সদরের এসডিপিওর নেতৃত্বে পুলিশ অভয়নগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ দেশী বিদেশী মদ উদ্ধার করেছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে অভয়নগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় প্রতিনিয়ত বিদ্বেষী এবং বিলিতি মদের রমরমা ব্যবসা চলছিল। সদরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কাছে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট খবর আসে। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে সদরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভয়নগর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ বাহিনী দিয়ে হানা দেন। হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ দেশী এবং বিদেশী মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হন পুলিশ আধিকারিক। তবে এ ব্যাপারে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।বিশেষ করে শারদ উৎসবের প্রাক্কালে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

শুরু হয়েছে তদন্ত

আটের পাতার পর

তাঁর দু''জন কাকা-নরেন্দ্র তোমার ও দেবেন্দ্র তোমার। দয়াশঙ্করের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। দয়াশঙ্কর মণ্ডল সহ-সভাপতি ছিলেন। দয়াশঙ্করের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁর অনুগামীরা। হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি রাতেই অনেকে আগ্রায় রাস্তা অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। সূত্রের খবর, খুব সম্প্রতি বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল বীরেশ তোমার।

৮৭.৭৮ শতাংশ

আটের পাতার পর

কোভিড-১৯ ভাইরাসকে হারিয়ে ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছেই। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্তের (৭৪,৩২,৬৮১) ৮৭.৭৮ শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৭,৯৫,০৮৭ (১০.৭০ শতাংশ)। ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,১২, ৯৯৮-তে পৌঁছেছে।

আরও ৬ জন

পাচের পাতার পর

র্যা পিড অ্যান্টিজেন কিটে ওই ৬ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের হদিশ মেলে। মোট ১২৭ জনের নমুনা এদিন র্যামপিড অ্যান্টিজেন কিটে টেস্ট করা হয়। অন্যদিকে ভিআরডিএল ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে আরও ৫৪ জনের নমুনা। জেলায় এখনও পর্যন্ত আক্রান্তদের বেশিরভাগই সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। কিছু অ্যাক্টিভ রোগী চিকিৎসাধীন কিংবা সেফ হোমে রয়েছেন। এপর্যন্ত মারা গিয়েছেন ৭ জন। এদিন যারা করোনা পজিটিভ হয়েছেন তাঁদের সেফ হোম এবং হোম আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশি প্রহরা

তিনের পাতার পর

প্রতিবেশী দুই রাজ্যের জেলা প্রশাসন স্তরে নিস্ফল বৈঠকও হয়েছে। ধলাই থানার ওসি সাহাব উদ্দিন বড়ভুইয়াঁ জানিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই অসমের এক ইঞ্চি জমি বেদখল হতে দেওয়া হবে না। পরিস্থিতির উপর কাছাড় প্রশাসন সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছে।

হেল্পিং হ্যান্ডস'র উদ্যোগে শিশুদের মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। ১৬ ই অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে এবং শারদোৎসব কে সামনে রেখে উদয়পুরের হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর আমতলী স্থিত আলোর দিশারি শিশুগৃহের শিশুদেরকে মধ্যাহ্নভোজন করানো হয়। সেই সাথে শিশুদের মধ্যে কিছু শিক্ষা সামগ্রী ও চকোলেট, ফল এবং সেনিটাইজার প্রদান করা হয়। এছাড়া শিশুগৃহ কতৃপক্ষের জন্য একটি দেওয়াল ঘড়ি প্রদান করা হয়। এদিন সংক্ষিপ্ত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশু সুরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান প্রানতোষ দত্ত, আলোর দিশারি শিশুগৃহের কর্নধার কৃষ্ণজ্যোতি প্রানা, হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সভাপতি সৌতম দাস, সম্পাদক জয়দীপ পোদ্দার, কোষাধ্যক্ষ প্রজ্জ্বলিকা ভৌমিক সহ সোসাইটির সদস্য সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শিশুগৃহের শিশু ও হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য, সামাজিক কাজে অবিভক্ত দক্ষিন জেলায় বরাবরই এগিয়ে হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটি। বছরের প্রতিনিয়তই হেল্পিং হ্যান্ডস সোসাইটির সদস্যরা নিজেদের আর্থিক সহযোগিতায় সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে এবং এদের পাশে থাকার চেষ্টা করে। এদিন শিশুগৃহের শিশুরা সমবেত সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশনা করেন। এদিন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে হয় গোটা অনুষ্ঠানটি।

ভেলুয়ারচরে যান দূর্ঘটনায় আহত বাইক চালক, চালকের গ্রেপ্তারের দাবীতে পথ অবরোধ ধিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ অক্টোবর।। শনিবার সকাল ১০ টায় ভেলুয়ারচর এলাকার এক যুবক বাইক নিয়ে বক্সনগরের দিকে জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় বক্সনগর থেকে বিশালগড় যাওয়ার উদ্দেশ্যে কমান্ডার গাড়িটি জুড়ালো ভাবে বাইকটিকে ধাক্কা মেরে ছিটকে রাস্তার পাশে ফেলে দেয়। ছেলেটির নাম দেবাশীষ দেববর্মা। তার বয়স ১৮। বাড়ি দয়াল পাড়া এলাকায়। ঘটনার সাথে সাথে বাজারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে চিকিৎসক তাকে হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করে দেয়।

এদিকে এলাকার লোকজন গাড়ির চালককে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে ভেলুয়ারচর বাজারে জাতীয় সড়কের মধ্যে রাস্তা অবরোধ করে। এই অবরোধ প্রায় দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা যাবত চলে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে রাস্তা অবরোধ তুলে নেয় এলাকার লোকজন। তাদের একটাই দাবি আসামি গাড়ি চালককে অতি শীগ্রই গ্রেফতার করতে হবে। নয়তো তারা পথ অবরোধ তুলে নেবেন না। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন কলমচৌড়া থানার পুলিশ বাহিনী। জানা যায় শনিবার সকাল বেলা বক্সনগর এলাকা পরিদর্শন করতে আসেন সিপাহী জলা জেলাশাসক। পরিদর্শন শেষে তিনি যখন আবার রাস্তা হয়ে যাচ্ছিলেন তখন এলাকাবাসী তাকেও আটক করে নেয়। এদিকে, যুব মোর্চার মিছিলে যোগ দিতে যাওয়া গাড়িগুলিও আটকা পড়েছিল পথ অবরোধের ফলে।

তরুণদের

● প্রথম পাতার পর

ভূমিকাসহ পরবর্তী সময়ে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে সিপিআইএম দলের ভূমিকা নিয়ে দীর্ঘ আলোকপাত করেন। আলোচনা করেন রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও। তিনি বলেন রাজ্য এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে। গণতন্ত্র একপ্রকার বিপন্ন।আর সেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্যই নতুন করে লড়াই করছে এখন দল। তাই লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। রাজ্যে এখন চলছে মতাদর্শগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লড়াই। যে লড়াই আগামী দিনেও জারি থাকবে। লড়াইকে আরো বেশি করে শক্তিশালী করে তোলার জন্য জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর দলীয় নেতাদের পরামর্শ দেন তিনি।বিরোধী দলনেতা এদিন তরুণদের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন তরুণদের পার্টিতে আনতে হবে। জনগণের কাছে যাদের গ্রহণযোগ্যতা আছে, বয়সে তরুণ তাদের দলে আনতে হবে। একই সাথে স্থানীয় সমস্যাগুলি নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন সংঘটিত করার প্রতিও তিনি পরামর্শ দেন। তার মতে জনগণের জরুরী দাবিগুলি নিয়ে দলের নামেই হোক বা পতাকা ছাড়াই হোক, আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমাদের ট্রাস্ট গুলি সামনে আসছে সেগুলো পূরণ করতে হবে। তার সাথে মিলিয়ে রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতিতে আলাদা করে দায়িত্ব নিতে হবে। সেটা করতে পারলেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের শতবর্ষের অনুষ্ঠান প্রতিপালন সার্থক হবে। নতুবা এটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের সরকার এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করে দায়িত্ব খালাস করে নিচ্ছে। পরবর্তী সময়ে কি হচ্ছে এ বিষয়ে কোনো খোঁজ-খবর নেই। সরকারের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। সরকারের উপর মানুষ এমনিতেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। সরকারের পারফরম্যান্স জিরো। এই সরকারের কাছে মানুষ বেশি কিছু আশা করে না। তাই দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদের। দায়িত্ব নিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে হবে। এদিনের হলসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা, পার্টির রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের যুবারা পেশাদারী মনোভাব নিয়ে নিজেকে স্বনির্ভর করার পাশাপাশি অন্যদেরও রোজগারের ব্যবস্থা করে রাজ্যকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশের সাথে জলপথে যোগাযোগের মাধ্যমে আমদানি রফতানি শুরু হয়েছে যা কল্পনাতীত ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খুব শীঘ্রই সাব্রুমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে উঠবে। একই সঙ্গে সারুমে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মঞ্জুরি, লজিস্টিক হাব গড়ে তোলার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এখন থেকে ত্রিপুরায় টিনের ছাউনি ঘর থাকা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পেতে পারবেন জনসাধারণ।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, সমাজের প্রতিটি মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার পাশাপাশি জীবনে স্থিতিস্থাপকতা এবং জনসাধারণ যাতে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে তার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতি এবং লকডাউনের কারণে জনসাধারণের জীবনকে থেমে থাকতে দেয়নি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বনির্ভরতার দিকে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে চলেছে। রাজ্যের অর্থনীতি সচল রাখতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর এলাকাবাসী পথ অবরোধ আপাতত প্রত্যাহার করে নেন।প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে স্পষ্টভবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ক্রীড়াঙ্গন

পিএসজিতেই থাকছেন এমবাপে

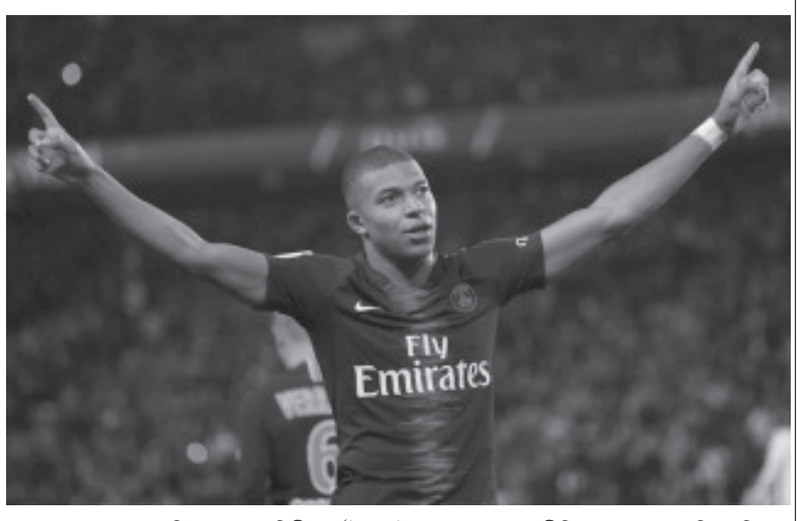

কিলিয়ান এমবাপের দলবদল নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। তবে ফরাসি এই তরুণ ফরোয়ার্ড নিজেই জানিয়ে দিলেন, 'যা কিছুই হোক না কেন', পরবর্তী মৌসুমে পিএসজিতেই থাকবেন তিনি।

নিজেদের মাঠে মঙ্গলবার প্রীতি ম্যাচে স্কটিশ চ্যাম্পিয়ন সেল্টিককে ৪-০ গোলে হারায় পিএসজি। ম্যাচের মাঝবিরতিতে বিন স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমবাপে নিশ্চিত করেন, বর্তমান দলে থাকছেন অন্তত আরও এক মৌসুম।"আমি এখানে আছি। চার বছরের পরিকল্পনার অংশ আমি।""ক্লাব, সমর্থক, সবার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাবের ৫০ বছর পূর্তির ব্যাপারটি। তাই যা কিছুই হোক না কেন, আমি এখানেই থাকব।"২০১৭ সালে মোনাকো থেকে ১৮ কোটি ইউরো ট্রান্সফার ফিতে পিএসজিতে যোগ দেওয়া এই তারকা জানালেন, ক্লাবকে সাফল্য এনে দিতে উজার করে দেবেন নিজের সবটুকু।"আমি চেষ্টা করব দলকে ট্রফি এনে দিতে, ঢেলে দেবে আমার সেরাটা।"বিভিন্ন সময়ে ২১ বছর বয়সী এই তারকার রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে। এমবাপে নিজেও বলেছেন রিয়ালের প্রতি ভালো লাগার কথা। স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের পর্সেসিডেন্ট যদিও গত সপ্তাহে বলেছেন, এবারের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে বড় বাজেটের কোনো খেলোয়াড় দলে নেবেন না তারা।প্রীতি ম্যাচটিতে এমবাপের গোলেই ম্যাচের প্রথম মিনিটে এগিয়ে যায় পিএসজি। প্রথমার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নেইমার। দ্বিতীয়ার্ধে টমাস টুখেলের দলের হয়ে ব্যবধান বাড়ান আন্দের এরারেরা ও পাবলো সারাবিয়া।বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে বাতিল হয় কেবল ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান। এপ্রিলের শেষ দিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয় নেইমার-এমবাপেদের।তবে মৌসুমে এখনও তাদের সামনে রয়েছে ফরাসি কাপ, লিগ কাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলা। এজন্যই প্রীতি ম্যাচে তারা ঝালিয়ে নিচ্ছে নিজেদের। আগামী শুক্রবার ফরাসি কাপের ফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ সাঁত এতিয়েন। আর ৩১ জুলাই ফরাসি লিগ কাপের ফাইনালে লিওঁর বিপক্ষে খেলবে টুখেলের দল।আগামী ১২ অগাস্ট তারা খেলবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে; লিসবনে শেষ আটের ম্যাচে ফরাসি চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ সেরি আর দল আতালান্তা।

কত ফুটবলার মরলে তারা শিক্ষা নেবে?

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের কর্মকর্তারা ফুটবলারদের স্বাস্থ্য নয়, অর্থকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। এ কারণে যে করেই হোক জুনের মধ্যে খেলা শুরু করার চেষ্টা করছে তারা। অন্তত গ্যারি নেভিলের ধারণা তাই। স্কাই স্পোর্টসের সঙ্গে কথোপকথনে করোনা সংক্রমণের মাঝে ফুটবল ফেরানোর এ চেষ্টার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না নেভিল।

গ্যারি নেভিল সরাসরিই বলেছেন, ফুটবলারদের এভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। স্কাই স্পোর্টসের 'দ্য ফুটবল শো'তে বলেছেন, 'ফিফার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সরাসরি বলেছেন সেপ্টেম্বরের আগে কোনো ফুটবল খেলা উচিত হবে না। আমার ধারণা, এখানে আর্থিক ব্যাপার জড়িত না থাকলে আরও বহুদিন কোনো ফুটবল খেলার কথা উঠত না।'

ফুটবল থেকে আয়ের জন্য কর্মকর্তা এই ভয়ংকর ঝুঁকি নিচ্ছে বলে ধারণা করছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিংবদন্তি, 'মানুষ এখন ঝুঁকির পরিমাণ হিসাব করতে নেমেছে। কতজন ফুটবলার খেলতে গিয়ে মারা যাওয়ার পর প্রিমিয়ার লিগের কাছে ব্যাপারটা অরুচিকর ঠেকবে? একজন? একজন খেলোয়াড়? নাকি কোনো স্টাফকে আইসিইউতে নেওয়ার পর? কোন পর্যায়ের ঝুঁকি আমরা নিতে চাইব? এ আলোচনা পুরোপুরি আর্থিক।'

এর মাঝেই করোনার কাছে হার মেনে নিয়েছে ডাচ, বেলজিয়ান ও ফ্রেঞ্চ লিগ। এই তিনটি দেশেই এ মৌসুমের জন্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে তাদের শীর্ষ পর্যায়ের লিগ। কিন্তু ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ এখনো ফেরার চিন্ত করছে। ১৮ মের মধ্যে সবাই অনুশীলনেও নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নেভিলের মনে কোনো সন্দেহ নেই আর্থিক বিষয়ই গুরুত্ব পাচ্ছে ক্লাবগুলোর কাছে, 'অনেকেই আছে যারা এটার ঝুঁকির পরিমাপ করবে। খেলোয়াড়েরা চাইবে মাঠে নামতে। নিচু স্তরের ফুটবল লিগের খেলোয়াড়েরা খেলতে চাইবে। এক হাজার ৪০০ খেলোয়াড় চাকরি হারানোর পথে। ক্লাবগুলো কেন এই ঝুঁকি নিচ্ছেন সেটা বুঝতে পারছেন নেভিল, 'এ মৌসুমের জন্য অনেক বিনিয়োগ করেছে ক্লাবগুলো। লিডসের কথাই চিন্তা করুন, কত বড় সুযোগ তাদের সামনে (প্রিমিয়ার লিগে ওঠার সুযোগ)। অনেক বড় পুরস্কার অপেক্ষা করছে। ওদিকে আর্থিকভাবে অনেক বড় ক্ষতি (খেলা না হলে)। এতে মানুষের অনেক বড় ঝুঁকি নিতে ইচ্ছা হয়, কারণ তারা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারে না।'

এভাবে তাড়াহুড়া করে মাঠে ফেরার নেতিবাচক দিকটা সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন নেভিল, 'কিছু খেলোয়াড় থাকবে যারা করোনাভাইরাসের কারণে অন্যদের চেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকবে। এটা মাথায় রাখতে হবে। যদি স্বাস্থ্যের কথাই ভাবা হতো, তাহলে এখন একটাই সিদ্ধান্ত (খেলা না হওয়া)। কতজন খেলোয়াড়ের হাঁপানি আছে? কতজনের ডায়াবেটিস আছে? তারা কি এসব ভেবেছে, স্বেচ্ছায় এভাবে মানুষকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিতে চায়? তারা যদি এটাই চায়, তবে আমরাও আসব এবং ধারাভাষ্য দেব।

আশা করি এমন কিছু দেখব না যে কোনো এক খেলোয়াড় বা স্টাফ মাঠেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

ইউরো পেছানোয় ইতালির সুবিধা দেখছেন মানচিনি

করোনাভাইরাসের প্রভাবে ইউরো-২০২০ এক বছর পিছিয়ে যাওয়ায় সুবিধা হয়েছে ইতালির, মত রবের্তো মানচিনির। এক বছরে দল আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে বলে মনে করেন এই ইতালিয়ান কোচ।

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের আগে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ইতালির প্রস্তুতির সময় চোটে পড়েন মিডফিল্ডার নিকোলো জানিওলো ও জর্জো কিয়েল্লিনি।

এরই মাঝে সেরে উঠেছেন ইউভেন্তুস ডিফেন্ডার কিয়েল্লিনি। একই পথে আছেন নিকোলো।

তরুণ আরও যারা জাতীয় দলে আছেন তারা বাড়তি এক বছরে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন বলে গাজ্জেত্তা দেল্লো স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানান মানচিনি।"ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ছেলেরা আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে, যদিও অল্প সময়ের মধ্যে তাদের খেলতে হবে অনেক ম্যাচ। তাদের শারীরিক অবস্থার প্রতি আমাদের গভীর মনোযোগ দিতে হবে। আমি ছেলেদের কাছ থেকে শুনেছি, তারা সবাই খেলায় ফিরতে চায়।"

তিন মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আগামী ২০ জুন আবার শুরু হচ্ছে সেরি আ। এ নিয়ে নিজের ভাবনা জানান ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক এই কোচ।

"অনেক খেলোয়াড় পুরোপরি ফিট থাকবে না। শুরুতে মানিয়ে নেওয়া কঠিন হবে।"

রাশিয়া বিশ্বকাপে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি জায়গা পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর কোচ জামপিয়েরো ভেনতুরার স্থলাভিষিক্ত হন মানচিনি। তার অধীনে ১০ ম্যাচে শতভাগ জয়ে ইউরোর মূল পর্ব নিশ্চিত করে ইতালি।

এ বছরের জুন-জুলাইয়ে হওয়ার কথা ছিল ইউরো-২০২০, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে তা এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অ্যাস্টন ভিলার মাঠে আর্সেনালের হার

সঙ্গী ছিল সবশেষ লিগে ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলের বিপক্ষে জয়ের আত্মবিশ্বাস। ম্যানচেস্টার সিটিকে উড়িয়ে এফএ কাপের ফাইনালের ওঠার তৃপ্তিও। কিন্তু গত দুই ম্যাচের দাপুটে পারফরম্যান্সের পুনরাবৃত্তি আর্সেনাল করতে পারেনি অ্যাস্টন ভিলার মাঠে। লিগের নিচের দিকে দলটির আঙিনা থেকে হেরে ফিরেছে মিকেল আর্তেতার দল।ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মঙ্গলবার রাতে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে আর্সেনাল। গত সেপ্টেম্বরে লিগের প্রথম পর্বের দেখায় এমিরেটস স্টেডিয়ামে ৩-২ গোলে জিতেছিল তারা।এই হারে ৩৭ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দশম স্থানে নেমে গেছে আর্সেনাল। নবম জয়ের স্বাদ পাওয়া অ্যাস্টন ভিলা ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন অঞ্চল থেকে উঠে এসেছে ১৭তম স্থানে।আগের দুই ম্যাচে লিগে লিভারপুলের বিপক্ষে ২-১ এবং এফএ কাপের সেমি-ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছিল আর্সেনাল।দুই জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে নামা দলটি বলের নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে থাকলেও খুব ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রথমার্ধে লক্ষ্য রাখতে পারেনি কোনো শট টানা ছয় লিগ ম্যাচে আর্সেনালের কাছে হারের তেতো অভিজ্ঞতা নিয়ে নামা অ্যাস্টন ভিলা ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায়। টাইরন মিঙ্গসের কর্নার থেকে ডি-বক্সে অরক্ষিত ত্রেজেগে ডান পায়ের জোরালো ভলিতে কাছের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন। দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালের খেলা কিছুটা গতি পায়। তবে প্রতিপক্ষের রক্ষণে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে সুযোগ হারাতে থাকে তারা। ৫৪তম মিনিটে সতীর্থের ক্রস এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে ছোট ডি-বক্সে পেয়ে যান পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং। কিন্তু ঠিকঠাক শট নিতে পারেননি লিগে ২০ গোল করা এই ফরোয়ার্ড।৭৪তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণের সুর্বণ সুযোগ নষ্ট হয় অ্যাস্টন ভিলার। বাঁ দিক দিয়ে ডি বক্সে ঢুকে কেইনান ডেভিস গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন। কিন্তু বদলি নামা এই খেলোয়াড়ের শট দূরের পোস্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়।পরক্ষণেই ভাগ্যের ফেরে ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারেনি আর্সেনালে। কর্নারে এডি এনকেটিয়াহর হেড পোস্টে লেগে ফেরার পর গ্লাভসবন্দী করেন পেপে রেইনা। এরপর আর তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে না পারা আর্সেনাল দশম হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে।মঙ্গলবার অন্য ম্যাচে রাহিম স্টার্লিংয়ের জোড়া গোলে ওয়াটফোর্ডের মাঠ থেকে ৪-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে ফেরা ম্যানচেস্টার সিটি ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে।

ম্যাথুস বললেন শ্রীলঙ্কা কেন হেরেছিল

শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী মাহিন্দ্রা আলুতগামাগের দাবি, ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালটি বিক্রি করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ভারত---শ্রীলঙ্কার সে ম্যাচটি হয়েছিল পাতানো। কিন্তু অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস বলছেন অন্য কথা।২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার সাবেক ক্রীড়া মন্ত্রী মাহিন্দ্রা আলুতগামাগে। তাঁর দাবি, সেবারের বিশ্বকাপটি ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা।

ভারতের কাছে হেরে যাওয়া ২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনালটি ছিল পাতানো !এমন অভিযোগের যথাযথ প্রমাণ দিতে বলেছিলেন সেই ম্যাচে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা। আর সেই সময়ের নির্বাচক শ্রীলঙ্কার সাবেক ব্যাটসম্যান অরবিন্দ ডি সিলভা বলেছিলেন, শচীন টেন্ডুলকারের মান রক্ষার স্বার্থেই এই অভিযোগের তদন্ত করা উচিত। ২০১১ সালে ক্যারিয়ারে প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছিলেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। শ্রীলঙ্কার পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরুও করেছে।তবে ২০১১ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা কেন আর কীভাবে হেরেছে, তা নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। ফাইনালে না খেললেও শ্রীলঙ্কার স্কোয়াডে ছিলেন তিনি। ইউটিউব চ্যাট শো 'ক্রিকেট আনপ্লাগডে' দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার বলেছেন, 'ওটা ছিল আমার প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপ। এর আগে ২০০৯ ও ২০১০ সালে টি—টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছি। সেদিক থেকে ২০১১ বিশ্বকাপ আমার কাছে ছিল বিশেষ কিছু। ফাইনালে ওঠার পথে দুর্দান্ত খেলেছি আমরা। সেমিফাইনাল জয়ের পর ফাইনালে খেলার জন্য উন্মুখ ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমি চোট পাওয়ার কারণে খেলতে পারিনি।'পেস বোলিং অলরাউন্ডার ম্যাথুস খেলতে না পারলেও সেই ম্যাচে তিনজন পেসার খেলিয়েছে শ্রীলঙ্কা। লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে পেস আক্রমণে ছিলেন নুয়ান কুলাসেকারা ও পেস থিসারা পেরেরা। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাটিং করতে নামে শ্রীলঙ্কা। মাহেলা জয়াবর্ধনের সেঞ্চুরিতে (৮৮ বলে ১০৩*) ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭৪ রান তোলে তারা। রান তাড়া করতে নেমে ১০ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখে শিরোপা জিতে যায় মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত।৩১ রানে ভারতের ২ উইকেট তুলে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। কিন্তু গৌতম গম্ভীর (৯৭) ও বিরাট কোহলি (৩৫) ভালো একটি জুটি গড়ে বিপদ বাড়তে দেননি। পরে অধিনায়ক ধোনির অপরাজিত ৯১ রানের ইনিংসে ম্যাচ জেতে ভারত। শ্রীলঙ্কার ক্রীড়া মন্ত্রী যা—ই বলুন না কেন, ফাইনালে হার নিয়ে ম্যাথুসের আক্ষেপটা ভিন্ন, 'আমরা ২০ থেকে ৩০ রান কম করেছি। আমাদেরও সুযোগ ছিল। কিন্তু গৌতম ও বিরাট ভালো ব্যাটিং করেছে। এরপর এমএস ধোনি বাকি কাজ শেষ করেছে। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত এক ম্যাচই ছিল।'

ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

পরিবেশ ভবন, গোর্খাবস্তি, আগরতলা, ত্রিপুরা

No.F.19(6)/TSPCB/ October 16, 2020

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত ইটভাট্টা কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে EIA নোটিফিকেশন, ২০০৬ আদেশ অনুসারে Environmental Clearance(EC) পাওয়ার পর প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী এবং ১লা ডিসেম্বর কমপ্ল্যাইয়েন্স্ রিপোর্ট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

এজন্য সমস্ত ইতভাট্টা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে উনারা যেন Environmental Clearance(EC)-এর শর্তাবলী মেনে কমপ্ল্যাইয়েন্স্ রিপোর্ট প্রস্তুত করেন এবং সেই রিপোর্ট ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের গোর্খাবস্তি স্থিত অফিসে নির্দিষ্ট সময়ে জমা করেন।

কমপ্ল্যায়েন্স্ রিপোর্টের ফর্ম্যাট ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের গোর্খাবস্তি স্থিত অফিসে বা ত্রিপুরা এনভিস্ ওয়েবসাইটে (trpenvis.nic.in) পাওয়া যাবে।

Sd/-
সদস্য সচিব
ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

ICA/D-706/2020-21

No. F. 5(627)-ARDD/RKVY/ 2019
Dated, Agartala, the 13.10.2020.

NOTICE INVITING TENDER

Name of work:- Tender for procurement of instruments & appliances for different V.H/V.D/Sub-centres of Animal Resources Development during the year -2020-21 86 2021-22.
The details of items along with specifications will be available from Office of the undersigned (Store Secti,_ n) on all working days from 16.10.2020 & the same will also be available in the official website of the Department www.arddtripura.gov.in.
ICA/C-1854/2020-21

(Dr. K. Sasikumar)
Director, Animal Resources Dev.
Department Government of Tripura

PRESS NOTICE INVTING AUCTION NO:- 15/AGR/EE(WEST)/2020-21

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers Welfare Government of Tripura Agartala, West Tripura invites separate Rate for auction / Tender from the eligible bidders upto 3.00 PM on 06/11/2020 for the following work.

Sl No.	Name of Works	Reserve Value
1	2	3
1.	DISMANTLING OF OLD DAMAGED SECTOR OFFICE AND SUB SEED STORE AT BRIDHYANAGAR (KASHIPUR) UNDER JIRANIA AGRI SUB DIVISION (Plinth area = 138.60 sqm.) DNIT NO. 35/AGR1/EE/W/2020 -21.	Rs. 51,379.00 (Rupees Fifty one thousand three hundred seventy nine) only.

1. Last date of receipt of application for : - 03/11/2020 , Upto 4.00PM
2. Issuing of tender form : - 04/11/2020 , Upto 4.00PM.
3. Date of dropping of Tender form : - 06/11/2020 Upto 3.00PM
4. Date of opening of Tender : - 07/11/2020 at 15.30 hrs (If possible)

Place of sale of Tender : - 0/o the Executive Engineer (west) Department of Agriculture & F.W Agartala, Tripura. For details , please contact with Office of the undersigned.
ICA/C-1852/2020-21

(Eri S. K. Malakar.)
Executive Engineer (West) Department of Agriculture & FW Tripura, Agartala

ভারত সরকার

নবরূপে সজ্জিত আগরতলা প্রেস ক্লাবের
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভবনের

উদ্বোধন

১৯ অক্টোবর,২০২০ ।। সন্ধ্যা ৫.৩০ টায়
আগরতলা প্রেস ক্লাব ।। আগরতলা

মহতী এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী যীষ্ণু দেববর্মা মহোদয়

আপনাদের উপস্থিতিতে
সফল হয়ে উঠুক আমাদের আয়োজন

আয়োজনে : তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
সহযোগিতায় : আগরতলা প্রেস ক্লাব

সরকারি বিধিনিষেধ মেনে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠান অয়োজন করা হবে

ICAD-702/2020-21

আত্মনির্ভর ভারতের জন্য ত্রিপুরাকেও আত্মনির্ভরের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার : উপমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর (হি.স.) : আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে ত্রিপুরাকেও আত্মনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সেই লক্ষ্যে রাজ্যের জনসাধারণকে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি শহর ও গ্রামের উন্নয়নকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ জন্য জনগণকে সরকারের সাথী হয়ে প্রতিটি সরকারি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। আজ শনিবার কমলপুর মহকুমার হালাহালি কমিউনিটি হল-এ মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার উপর আয়োজিত মেগা সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধন করে এ-কথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

শিবিরে উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমে সরকার গ্রামের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও নথিবদ্ধ করার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে আগামীদিনে তাঁদের সরকারি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা থাকবে না। তাঁর কথায়, এ জন্য ট্রেড লাইসেন্স করার প্রক্রিয়াকেও সরলীকরণ করা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছ ভারত অভিযান যেভাবে গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছে ঠিক তেমনি গ্রাম-স্বরাজ অভিযানকেও গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এরই অঙ্গ হিসেবে স্বনির্ভর যোজনাকেও সফল করে তুলতে হবে।

এদিন তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ট্রেড লাইসেন্স থাকলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এবং ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সুবিধা পাবেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিমার আওতায় নিয়ে আসা হবে। বিমার প্রিমিয়াম বাবদ ১,০০০ টাকা দিয়ে সরকার সহায়তা করবে। উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা আরও বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পে মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তাই স্বনির্ভর যোজনায় সকলকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এদিন অনুষ্ঠানে ৮ জন ব্যবসায়ীর হাতে ট্রেড লাইসেন্স, ১২ জনকে বিমা যোজনার প্রিমিয়াম বাবদ ১,০০০ টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের তরফে ১৫ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ঋণের অনুমোদনপত্র দেওয়া হয়েছে।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী স্বর্ণিভর যোজনায় আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি-নিজস্ব।

উত্তর প্রদেশে বাস-বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৭, আহত কমপক্ষে ৩২ জন

পিলিভিট (উত্তর প্রদেশ), ১৭ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের পিলিভিট জেলায় সরকারি বাস ও বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ৭ জনের। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩২ জন। শনিবার ভোরে একটি বোলেরো গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষের পরই রাস্তার ধারে উল্টে যায় সরকারি বাস। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পিলিভিট জেলায়, সেহরামাউ উত্তর এলাকার বারি বুঝিয়া গ্রামের (পুরানপুর এলাকা) কাছে। দুর্ঘটনায় বোলেরো গাড়ির যাত্রীরা আহত হয়েছেন, তবে বাসটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পিলিভিটের পুলিশ সুইপার জয় প্রকাশ জানিয়েছেন, "উত্তর প্রদেশ রাজ্য পরিবহন নিগমের একটি বাস লখনউ থেকে দিল্লি অভিমুখে যাচ্ছিল, শনিবার ভোরে পুরানপুর থেকে আসা একটি বোলেরো গাড়ির সঙ্গে ওই বাসের সংঘর্ষ হয়। বাসটি রাস্তার ধারে উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। কমপক্ষে ৩২ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৯ জনকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।" বেসরকারি সূত্রের খবর, সরকারি বাসটি লখনউ থেকে পিলিভিট অভিমুখে আসছিল।

অনন্তনাগ-এনকাউন্টারে নিকেশ একজন জঙ্গি, উদ্ধার একে-৪৭ রাইফেল

শ্রীনগর, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। অনন্তনাগ জেলার লারনু এলাকার ঘটনা। গুলির লড়াই শেষে ওই জঙ্গির দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি একটি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত জঙ্গির নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ সূত্রের খবর পেয়েছিল, অনন্তনাগ জেলার লারনু এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে এক থেকে দু'জন জঙ্গি।

বিশেষ সূত্রের পাওয়া সেই খবরের ভিত্তিতে শনিবার সকাল থেকে লারনু এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা ওই এলাকা। শুরু হয় গুলির লড়াই, এনকাউন্টারের নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি একে-৪৭ রাইফেল।

ভারতে ৯.৩২ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৮৭.৭৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.৩২ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,৩২, ৫৪,০১৭-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯.৯৯ লক্ষ করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ অক্টোবর (শুক্রবার সারা দিনে) ভারতে ৯,৯৯,০৯০টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯, ৩২,৫৪,০১৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মতিনগর সীমান্ত এলাকারা বাসিন্দাদের সাথে কথা বললেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ অক্টোবর।। মতিনগর সীমান্ত কান্ডে শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। দুপুর ১২ টায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ বিশ্বাস এর নেতৃত্বে কংগ্রেস এর একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে হাজির হয়। স্থানীয় ব্লক কংগ্রেস সভাপতি চিত্ত সূত্রধর প্রদেশ মাইনরিটি চেয়ারম্যান জয়দুল হোসেন সহ কংগ্রেসের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ঘটনাস্থলে হাজির হন স্থানীয় বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী সহ সিপিআইএম দলের নেতৃত্ব। তারা সীমান্ত কাঁটাতার বেড়ার ওইপারে ভারতীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। শাসক দলের নেতৃত্ব ও উপস্থিত ছিলেন।স্থানীয় বাসিন্দারা নিত্যদিন কিভাবে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ জওয়ানদের তারা অত্যাচারিত হচ্ছে তার বিস্তারিত তথ্য নেতাদের সামনে তুলে ধরেন।গতকাল সংঘটিত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান নিজের জমিতে ঘাস কাটতে গিয়ে মত্ত অবস্থায় সীমান্ত প্রহরারত বিএসএফের মারে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা সুদন মিয়া(৩৮)। তাদের অভিযোগ বিনা কারণে উন্মুক্ত জোয়ান নিরীহ গ্রামবাসী সুদন মিয়ার উপর আক্রমণ চালায়। শুধু সুদন মিয়া নয় সীমান্তের ওপারে যেসব ভারতীয় বাসিন্দারা রয়েছেন তাদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত নেই। যদিও এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে শেষ পর্যন্ত বিএসএফের উর্দতন কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় সুদন মিয়া কে তৈরি করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আজকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পর রায়মুড়া ১২০ বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার হরজিৎ সিংয়ের সঙ্গে কথা বলেন। এলাকাবাসীদের দাবি সীমান্তের ওপারে যেসকল বাসিন্দা রয়েছেন ভারতীয় হয়েও তারা পরাধীনতার মত বাঁচতে হচ্ছে। তাদের শেষ সম্বল জায়গা-জমি ভিটেমাটি সবই ঐপারে। এই পরিস্থিতিতে তারা কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

চড়িলামে যান দূর্ঘটনায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ অক্টোবর।। শনিবার সকালে চড়িলাম বাসস্ট্যান্ডে জাতীয় সড়কের উপরে মারুতি আল্টো কে টেন গাড়ি ধাক্কা মারে দুটো গাড়িকে। খুব দ্রুত বেগে এসে ধাক্কা মারে দুটো গাড়িকে তাতে ধুমরে মুচড়ে যায় অল্টো কে টেন গাড়িটি,গাড়িতে থাকা চালক গুরুতর ভাবে জখম হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় বিশালগড় এবং বিশ্রামগন ফায়ার সার্ভিসে।অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি এসে জোর করে আল্টো কে টেন গাড়ি চালক কাম মালিক রাজমনি দেববর্মাকে জোর করে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। রাজমনি দেববর্মার পরিবারের মুনুরানি দেববর্মা, এবং রেশ্মিরানি দেববর্মাকেও নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।

শীলাছড়িতে দুস্কৃতিদের হামলায় আহত বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। শিলাছড়ির সুবর্ণ পাড়ায় দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় এক বিজেপি কর্মী আহত হয়েছে। আহত বিজিপি কর্মীকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগের তীর বিরোধীদল সিপিআইএমের দিকে।এ ব্যাপারে সিপিআইএমের এক কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিলাছড়ি সুবর্ণ পাড়া সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলিতে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে ততই জেলা পরিষদ এলাকায় রাজনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।শিলা ছরি এলাকাতেও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ইতিমধ্যে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর আকার ধারণ করতে শুরু করেছে।

এনএসইউআই'র ডেপুটেশন

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। মেডিকেল কলেজে ফিস বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্য এন এস ইউ আই এর ছাএনেতা সম্রাট রায়ের নেতৃত্বে আজ ডিরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন এর নিকটে বর্ধিত ফিস প্রত্যাহারের দাবীতে এক স্মারক প্রদান করা হয়। সম্রাট রায় জানান অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে বর্ধিত ফিস প্রত্যাহার না করলে রাজ্যজুড়ে এন এস ইউ আই ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে।

পাচারকালে কৈলাসহর সীমান্তে গবাদি পশু অটাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। উনকোটি জেলার কৈলাশহরের ইয়াকুব নগর সীমান্তে গরু পাচারকালে আটক করল বিএসএফ জওয়ানরা।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের চেষ্টা করছিল পাচারকারীরা। তখন সীমান্তে টহল দিচ্ছিল বিএসএফের ১৬৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। গরু পাচার করার চেষ্টা করে বিএসএফ জওয়ানরা এগিয়ে আসে। পাচারকারীদের পেছনে ধাওয়া করলে পাচারকারীরা গুলি ফেলে পালিয়ে যায়। সীমান্ত এলাকা থেকে ৭ গরু উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা।উদ্ধার করা গরু গুলি কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।বিএসএফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে প্রায় সময়ই পাচারকারীরা গরু পাচারের চেষ্টা করে থাকে।বিএসএফের জওয়ানরা সতর্ক থাকায় তাদের পাচারের চেষ্টা বারবার ব্যর্থ করে দিচ্ছে টহলদারি বাহিনীর জওয়ানরা। বিএসএফের এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই কৈলাশহরের ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে ব্যাপক হারে গরু পাচার হচ্ছে বাংলাদেশ। গরু পাচার রোধে বিএসএফ জওয়ানরাও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে।গত দুই মাসের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গরু পাচারকালে আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফের সরকারি বাহিনীর জওয়ানরা। বিএসএফের ভূমিকায় ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণ সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের অভিমত এই সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত গরু পাচার হত। বর্তমানে যে বাহিনী নগর সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে তারা যথেষ্ট দায়িত্বশীল বলে এলাকার জনগণের অভিমত। বিএসএফ জওয়ানদের তৎপরতার ফলেই গরু পাচারের চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হচ্ছে।

করোনা-সংক্রমণ ৭৪.৭২ লক্ষ ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,১২,৯৯৮

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে, ভারতে ৭৪-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৪,৩২,৬৮১-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৮৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬২,২১২ জন।

শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১২,৯৯৮ জন এবং মোট সংক্রমিত ৭৪,৩২,৬৮১ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬৫,২৪,৫৯৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ০৮৭।

ভারতে প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে করোনা-টেস্টের সংখ্যাও। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.৩২ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে করোনা-পরীক্ষা। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,৩২,৫৪,০১৭-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯.৯৯ লক্ষ করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ অক্টোবর (শুক্রবার সারা দিনে) ভারতে ৯,৯৯, ০৯০টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯,৩২,৫৪,০১৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

মা শৈলপুত্রীর আশীর্বাদে সমৃদ্ধ ও নিরাপদ হোক পৃথিবী প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি.স.): ভারতের অন্যতম শুভ উৎসব নবরাত্রি। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নবরাত্রি, বাসন্তি দুর্গা পূজা নামেও পরিচিত। টানা নয় দিন ধরে দুর্গার নয় রূপের পূজা করা হয়। নবরাত্রি উপলক্ষ্যে শনিবার দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে লিখেছেন, মা শৈলপুত্রীর আশীর্বাদে সমৃদ্ধ ও নিরাপদ হোক পৃথিবী। শনিবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "নবরাত্রির প্রথম দিনে মা শৈলপুত্রীকে প্রণাম। মা শৈলপুত্রীর আশীর্বাদে আমাদের পৃথিবী নিরাপদ, সুস্থ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। দরিদ্রদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য তাঁর আশীর্বাদ আমাদের শক্তি প্রদান করুক।" নবরাত্রি উপলক্ষ্যে শনিবার সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পূজার্চনা করা হয়। দিল্লির ঝান্ডেওয়ালা মন্দির, কালকা জি মন্দির, মুম্বইয়ের মুম্বা দেবী মন্দির, কানপুরের বৈভব লক্ষ্মী এবং দূর্গা মন্দির, জম্মু-কাশ্মীরের কাটরার বৈষ্ণদেবী মন্দির, উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের কালী মন্দির, লুধিয়ানার দূর্গা মাতা মন্দির, অমৃতসরের বাবা হনুমান মন্দির, মথুরার বাঁকে বিহারি মন্দির, হিমাচল প্রদেশের শিমলার কালিবাড়ি মন্দির-সর্বত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজার্চনা করা হয়। উত্তর প্রদেশের বলরামপুরে দেবী পাটান মন্দিরে পুজো করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ফিরোজাবাদে বিজেপি নেতা খুনে আটক ৩ জন, শুরু হয়েছে তদন্ত

ফিরোজাবাদ (উত্তর প্রদেশ), ১৭ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদ জেলায় বিজেপি নেতা খুনের ঘটনায় মোট ৩ জন অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে মূল অভিযুক্ত রয়েছে। শুক্রবার রাতে ফিরোজাবাদের নারখি থাকা এলাকায়, নিজের দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সময়, মোটরবাইকে আসা দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন বিজেপি নেতা দয়াশঙ্কর গুপ্তা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিজেপি নেতা খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে শনিবার সকালের মধ্যেই মূল অভিযুক্ত-সহ ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার সকালে এডিজি আগ্রা, অজয় আনন্দ জানিয়েছেন, ফিরোজাবাদে বিজেপি নেতা খুনের ঘটনায় মোট ৩ জন অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যাঁদের আটক করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছে দলীয় কর্মী বীরেশ তোমার এবং

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপির কাছে গোটা দলটাই পরিবারের মতো : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): পরিবারতন্ত্র নিয়ে কংগ্রেস, আরজেডি-সহ দেশের একাধিক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার উত্তরাখণ্ডে দলীয় কার্যালয়ে নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আনুষ্ঠানিক সূচনা দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং -এর মাধ্যমে করেন জগত প্রকাশ নাড্ডা। পরে দলীয় কার্যকাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, দলের সার্বিক কর্মকাণ্ড যদি একটি নির্দিষ্ট নেতার বাসভবন থেকে হতে থাকে, তবে সেই পরিবারটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু বিজেপির কাছে গোটা দলটাই পরিবারের মতো।

নাড্ডা আরও বলেন, বর্তমানে বিজেপিকে বাদ দিলে ভারতের অন্য যে কোনও দলের দিকে তাকালে দেখা যাবে একটি নির্দিষ্ট পরিবারের সীমাবদ্ধতার মধ্যে ঠেকেছে দলের কার্যকালাপ। কংগ্রেস-সহ অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।এই সব দলের নেতা এবং কর্মীরা সেই পরিবারের ভাই, বোন, মা এবং সন্তানদের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি বাঁচাতে ব্যস্ত। এমনও দল দেখা গিয়েছে খুড়তুতো ভাইদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে দলের অন্দরে। কিন্তু বিজেপি হচ্ছে বিশ্বের সবথেকে বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। বিজেপির কাছে গোটা দলটাই পরিবার। উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি মাসের শেষের দিকে বিহারে প্রথম দফার বিধানসভার নির্বাচন। পূর্ব ভারতের হিন্দিভাষী এই রাজ্যে আরজেডি, এলজেপি মতন দলগুলি নির্দিষ্ট একটি পরিবারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে চলেছে। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন সেখানেও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্র ক্রমাগত শক্ত হয়ে চলেছে। রাজ্য রাজনীতিতে চলতি স্লোগান হয়ে গিয়েছে "পিসি-ভাইপো"।

ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক এয়ার বাবল শুরু ২৮শে

আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক এয়ার বাবল শুরু হতে যাচ্ছে ২৮ অক্টোবর থেকে। বাংলাদেশ থেকে বিমান বাংলাদেশ, ইউএস-বাংলা ও নভোএয়ার এবং ভারতের এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, ভিস্তারা ও গোএয়ার সপ্তাহে ২৮টি ফ্লাইটের মাধ্যমে ৫টি ভারতীয় শহরকে ঢাকার সাথে সংযুক্ত করবে। বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ৯টি বিভাগে অনলাইনে ভারতীয় ভিসা দেয়া হচ্ছে।

আবারও আক্রান্ত সাংবাদিক, নিন্দা সর্বত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। হাঁপানিয়া এলাকায় শনিবার সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে স্যন্দন পত্রিকার চিত্র সাংবাদিক সুব্রত দেবনাথ ও জনদর্পণ ইউটিইউব চ্যানেল এর সাংবাদিক সত্যজিৎ মজুমদারের উপর একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। তাদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ভয়ভিতী প্রদর্শণ করে। এই ঘটনায় ত্রিপুরা জার্নালিস্টস্ ইউনিয়ন তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। এবং দোষিদের গ্রে প্তারের দাবি করা হয়েছে।

ত্রিপুরা ট্রিবিউনের আয়োজনে বিশেষ সেলফি প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ১৭ই অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা থেকে পরিচালিত ফেসবুক পেইজ 'ত্রিপুরা ট্রিবিউন' দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ সেলফি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। সকলের জন্য উন্মুক্ত এই প্রতিযোগিতা। পাঁচটি বিভাগে বিজয়ীদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেইজে পোস্ট করা। দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে যেকোনো প্রান্ত থেকে নাম-ঠিকানা সহ ছবি পাঠাতে হবে ৮৪১৬০৯১৬৫০ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আগামী ২২ অক্টোবর সকাল ছয়টা থেকে ২৬ অক্টোবর রাত নয়টার মধ্যে ছবি পাঠাতে হবে। বিজয়ী প্রতিযোগীদের নাম ২৮ অক্টোবর ত্রিপুরা ট্রিবিউনের অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজে ঘোষনা করা হবে। প্রসঙ্গত, ক্রমাগত নিউজ আপডেট দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় সঙ্গীত শিল্পীদের প্রতিভা তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়াস জারি রেখেছে ত্রিপুরা ট্রিবিউন। পেইজের এডমিনের পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আমবাসা বাজারে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ অক্টোবর।। ধলাই জেলার আমবাসা বাজারে গতকাল রাতে দুটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। পিংকু ভট্টাচার্যের মোবাইল ফোনের দোকানে ঢুকে চোরের দল দশটি মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ। দোকানের দরজার তালা ভেঙে চোরের দল ভিতরে ঢুকে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে।জানা গেছে চোরের দল দোকানের ভিতরে ঢুকে প্রথমেই সিসি ক্যামেরার তার কেটে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারপরে মোবাইল ফোন গুলির চুরি করে চলে যায়। এছাড়া কেরোসিন ডিপুতে হানা দেয় চোরের দল। সেখান থেকে সামান্য কিছু নগদ টাকা হাতিয়ে নেয় তারা। এছাড়া দিপুর গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তছনছ করে দেয়।শারদ উৎসবের প্রাক্কালে ধলাই জেলার আমবাসা বাজারে পরপর চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় লোকজনের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে।আমবাসা বাজার সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য গত কিছুদিনের মধ্যে আমবাসা বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে।পরপর এসব চুরির ঘটনা ঘটতে থাকলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত একটি ক্ষেত্র সাফল্য পায়নি।ফলে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিশ্ব খাদ্য সূচকে ভারতের অবস্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর (হি. স.): বিশ্ব খাদ্য সূচকে ভারতের স্থান ৯৪ তম। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রের নিন্দায় মুখর কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।শনিবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন গরিব ভারত ক্ষুধার্থ।কারণ সরকার নিজের বিশেষ "বন্ধুদের" পকেট ভর্তিতে ব্যস্ত।

নিজের টুইট বার্তা সঙ্গে রাহুল গান্ধী একটি গ্রাফিক্স চার্ট প্রদর্শন করান।সেখানে তিনি দাবি করেছেন বিশ্ব খাদ্য সূচকে ভারতের স্থান ৯৪ তম।সেখানে ভারত থেকে এগিয়ে রয়েছে পাকিস্তান।ভারতের চিরশত্রু এই দেশটি খাদ্য সূচকে রয়েছে ৮৮ তম স্থানে।অন্যদিকে বাংলাদেশ এই তালিকা দক্ষিণ এশিয়ার দুই শক্তিধর রাষ্ট্রকে ছাপিয়ে গিয়ে রয়েছে ৭৫ তম স্থানে।গোটা বিশ্বে ভারতের পরে আর মাত্র ১৩ টি দেশ রয়েছে। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে রুয়ান্ডা, নাইজেরিয়া, আফগানিস্তান এবং লিবিয়া। প্রসঙ্গত গতবছর এই তালিকায় ভারতের স্থান ছিল ১০২। সেখান থেকে উন্নীত হয়ে ভারত এখন রয়েছে ৯৪।উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রতিটি দেশের খাদ্য সূচক এবং অপুষ্টির মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়। ১০৭ টি দেশের মধ্যে ভারত স্কোর করেছে ২৭.২। প্রকাশিত রিপোর্টে আরও জানা গিয়েছে ভারতে ১৪ শতাংশ মানুষ তীব্র অপুষ্টিতে বা খাবার না পেয়ে ভুগছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।